বৌদ্ধসাহিত্যে প্রেততত্ত্ব

ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম. এ., বি. এল.,
পি এইচ. ডি. প্রণীত

প্রকাশক—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র।

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১এ, রামকিষণ দাস লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

গতবর্ষে বৌদ্ধদিগের প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছিলাম। Doctors Rhys Davids, Keith, Barnett, Otto Schrader, Lord Ronaldshay প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা ইহা পাঠ করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে পুস্তিকাখানির বঙ্গানুবাদ করিলাম। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের প্রেত সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল তাহা উপসংহারে বিবৃত করিয়াছি। কয়েকটী প্রেতের কথা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, বসুমতী ও বাঁশরী পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম। বুঝিবার সুবিধার জন্য পরিশিষ্টে কয়েকটী বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দের অর্থ দিয়াছি। এক্ষণে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে ইহা পঠিত ও আলোচিত হইতে দেখিলে আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
২৪ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট,
বৈশাখ, ১৩৩১

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

বৌদ্ধসাহিত্যে প্রেততত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

পালিবৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব

মৃত্যুর পর মানুষের পরলোকগত আত্মা ভাল এবং মন্দ কাজ অনুসারে ফলভোগের নিমিত্ত পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ ধারণা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি গোড়ার ধারণা। বৌদ্ধসাহিত্যে প্রেত শব্দটি আত্মা শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। প্রেত শব্দের মূল অর্থ লোকান্তরিত প্রাণী; সুতরাং প্রেত বলিতে পরলোকগত আত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে। চাইল্ডার্স ও প্রেত শব্দকে মৃত ব্যক্তির আত্মা—এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। (১) পেতবত্থু নামক পালিগ্রন্থে প্রেত এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। পেতবত্থুকে এই জন্য সুত্রপিটকের ক্ষুদ্দক নিকায় গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পালি ধর্ম্ম-সংহিতা প্রভৃতির পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বেও পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদের অস্তিত্বে হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন (২) এবং তাঁহাদের নামে তর্পণ করার পদ্ধতি হিন্দুদের ধর্ম্মেরও একটা অঙ্গ ছিল। হিন্দুদের এই চিরন্তন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধগণ প্রেতলোক—প্রেত বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পিতৃপুরুষ নামে এক শ্রেণীর অশরীরী আত্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা মাসের কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের অমৃত পান করে। (৩) এই সব পিতৃপুরুষ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। পরিবারবিশেষের পিতা—সম্প্রদায়বিশেষের পিতা—জাতিবিশেষের পিতা—ইহাদের এইরূপ নানাপ্রকারের শ্রেণীবিভাগ আছে। এই সব আত্মার কাজ ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে নানা রূপকের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত। ইহারা রাত্রির কাল ঘোড়াটার গায়ে মণিমুক্তার সাঁজোয়া অর্থাৎ তারা-হারের সন্নিবেশ করেন; রাত্রির বুকে অন্ধকার লেপিয়া দেওয়া, দিনের বুকে আলোকের রেখাপাত করা, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে একসঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া—এ সমস্তই এই সব পিতৃপুরুষের কাজ। তাঁহাদিগকে 'সূর্য্য-প্রহরী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পিতৃপুরুষরা সোমরস ভালবাসেন এবং সোমরস পান করেন। দেবতাদিগের

---

(১) R. C. Childers, Pali Dictionary, p. 378

(২) Sir Charles Eliot, Hinduism and Buddhism, Vol. I. p. 338

৩ Ragozin, Vedic India, p. 177

সঙ্গে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবার এবং অর্ঘ্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি স্মারক ব্যাপারেই কিন্তু তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য গোধূমের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পিণ্ডদানেরও ব্যবস্থা আছে। (১)

পিতৃপুরুষকেও যে মানুষের অর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হয়, এ বিশ্বাসের নিদর্শন কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্রেই নয়, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও প্রচুর পাওয়া যায়। অমৃতায়ুর্ধ্যানসূত্র উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদিগের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে জম্বুদ্বীপের প্রেতলোকের বহু ক্ষুধার্ত্ত প্রেতের কথার উল্লেখ আছে। (২) অঙ্গুত্তরনিকায় আর একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থের মতে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলেই প্রেতলোকে প্রেতাত্মারা আনন্দের অধিকারী হন। (৩) যাঁহারা ধার্ম্মিক এবং দানশীল, তাঁহারা যে কেবল তাঁহাদিগের জীবিত আত্মীয়স্বজনেরই উপকার করেন তাহা নয়, তাঁহাদের দ্বারা প্রেতাত্মাদেরও প্রভূত উপকার সাধিত হয়। (৪) প্রেতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্ম্মচারী বা বংশধরেরা যে সমস্ত খাদ্য প্রেতদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন, তাহার উপরেই তাহাদিগের জীবনধারণ নির্ভর করে। (৫) অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাঁচ রকমের বলির নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (৬) যে প্রেতের উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়, সে বলির অর্ঘ্য গ্রহণ না করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। অন্য যে কোনও প্রেত আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে পিণ্ডের প্রত্যাশা করিতেছে, সেই আসিয়া সে অর্ঘ্য গ্রহণ করে। কেহ গ্রহণ না করিলেও পিণ্ডদান পণ্ড হয় না; কারণ পিণ্ডদাতার নিজেরও ইহার ফল উপভোগ করিবার অধিকার আছে। (৭) পিতা মাতা প্রেতলোকে পুত্রের নিকট হইতে পিণ্ডের প্রত্যাশা করেন। (৮) প্রেতলোকে আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে প্রেতাত্মারা যে সমস্ত বলির প্রত্যাশা করেন, তাহার একটির নাম পূর্ব্বপ্রেতবলি। (৯) নিমি জাতকে সাগর, মুচলিন্দ, ভগীরথ প্রভৃতি নৃপতির নাম পাওয়া যায়—যাঁহারা দানের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও পাপের জন্য প্রেতলোকে গমন করিয়াছিলেন। (ফৌসবোল, জাতক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৯৯-১০১) বেস্সন্তর জাতকের মতে প্রেতাত্মারা তাহাদের পাপের জন্য প্রেতলোকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করে। (১০) পক্ষান্তরে জাতকে যামহনু, সোমযাগ, মনোজব, সমুদ্দ,

(১) Ragozin, Vedic India p. 336.
(২) Buddhist Mahayana Sutras, S. B. E., Vol. XLIX, p. 165.
(৩) Vol. I. pp. 155-156.
(৪) Vol. III. p. 78, Vol. IV. p. 244.
(৫) Vol. V. p. 269 fol.
(৬) Vol. II. p. 68.
(৭) Anguttara Nikaya. Vol V. p. 269.
(৮) Ibid, Vol. III. p. 43.
(৯) Ibid, Vol. II. p. 68, Vol. III. p. 45.
(১০) Fausboll, Jataka Vol. VI. p. 595.

ভরত প্রভৃতি এমন অনেক মুনিঋষিরও নামের উল্লেখ আছে—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সাধনার বলে প্রেতভবনে গমন না করিয়াই ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। (১)

মিসেস এস ষ্টিভেনসেন দেখাইয়াছেন— হিন্দুদের ধারণা অনুসারে প্রেতের কণ্ঠনালী সূচের ছিদ্রের মত সরু। সুতরাং তাহারা জলও পান করিতে পারে না, নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারে না। তাহাদের আকৃতি এরূপ যে দাঁড়াইয়া থাকাও তাহাদিগের পক্ষে কঠিন, বসিয়া থাকাও তাহাদিগের পক্ষে সহজ নয়। সুতরাং তাহাদিগকে সর্ব্বদা বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে হয়। (২) যে মানুষ আত্মহত্যা করে, সে প্রেত অথবা ভূতযোনি লাভ করে। প্রেতের জীবন অবিচ্ছিন্ন দুঃখের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। (৩) প্রেতের মুক্তির জন্য নানারূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে। মৃত্যুর সময় হঠাৎ অপবিত্র জিনিষ স্পর্শ করা, অমুণ্ডিত অবস্থায় বিছানায় মৃত্যু, মৃত্যুর পূর্ব্বে অস্নাত অবস্থায় থাকা ইত্যাদি ৩২ রকমের আনুষ্ঠানিক অপরাধ আছে। (৪) প্রায়শ্চিত্ত-হোমের দ্বারা এই সব অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। মানুষের প্রেতাত্মা অশরীরী অবস্থা হইতে যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, সে জন্য পুরোহিতের দুইটি বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা আছে। (৫)

স্পেন্স হার্ডি ও দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা হইতে প্রেতসম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব রূপকথায় লোকান্তরিক নরকের অধিবাসীরাই প্রেত নামে অভিহিত। তাহাদের দেহ দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল। হাতে তাহাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ। তাহাদিগের মাথার উপরে মুখ এবং মুখের হাঁ সূচের ছিদ্রের মত ক্ষুদ্র। নরলোকেও একটি প্রেতলোক আছে—তাহার নাম নিঝামাতন্‌হা। এই প্রেত-লোকের প্রেতের দেহগুলি সব সময় জ্বলিতে থাকে। তাহারা স্থির হইয়া এক দণ্ডও কোথাও নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না, সর্ব্বদা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ অব্যব-স্থিতভাবে একটি সম্পূর্ণ কল্পকাল ধরিয়া তাহারা অবস্থান করে। তাহারা কোন খাদ্য, এমন কি, জলবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারে না। রোদন তাহাদিগের চিরন্তন সঙ্গী। (৬) ইহারা ছাড়া আরও অনেক রকমের প্রেত আছে। ক্ষুপ্পিপাসা প্রেতের মস্তকের পরিধি ১ শত ৪৪ মাইল, জিহ্বার দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল। তাহাদের দেহ প্রকাণ্ড লম্বা এবং অত্যন্ত সরু। কালকঞ্জক প্রেত ভয়ানক স্বজাতিদ্বেষী। তাহারা অনবরত আগুন এবং আগ্নেয় যন্ত্র লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ এবং আহত করে। (৭) স্বভূতি বলেন, উত্তুপজীবী নামেও এক

(১) Fausboll, Jataka, Vol. VI. p. 99
(২) Mrs. S. Stevenson, The Rites of the Twice born, p. 191
(৩) Ibid, p. 199
(৪) Ibid, p. 168
(৫) Ibid, p. 174
(৬) Spence Hardy, Manual of Buddhism, pp. 59—60
(৭) Ibid, p. 60

প্রকারের প্রেত আছে। (১) ধর্ম্মপদট্ঠকথাতে পাওয়া যায়, থের লক্ষ্মণের সঙ্গে মহামোগ্-গল্লান যখন গিজ্ঝকূট হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষুর দ্বারা অজগর নামে এক প্রকারের প্রেতকে দেখিতে পান। প্রেতটির মাথা হইতে পা—সমস্ত শরীর আগুনের শিখায় ঘেরা। প্রেতকে দেখিয়া মোগ্গল্লান হাসিলে, লক্ষ্মণ কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তখন প্রশ্নটি বুদ্ধের সম্মুখে উত্থাপন করিতে বলেন। প্রশ্নটি বুদ্ধের সম্মুখে উত্থাপন করা হইলে তিনি বলেন,—বোধিদ্রুমের পাদদেশ হইতে তিনি প্রেতটিকে দেখিয়াছেন। কস্সপ বুদ্ধের সময় সুমঙ্গল নামে এক জন মহাজন, বুদ্ধের জন্য একটি স্বর্ণবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক দিন অতি প্রত্যূষে বুদ্ধের উপাসনার জন্য তিনি বিহারে যাইবার সময় বিশ্রামভবনের একটি গোপন স্থানে এক জন লোককে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পান। তাহার পদে তখনও কর্দ্দম লাগিয়াছিল। মহাজন মনে করিলেন, লোকটা হয় ত বা তস্কর—সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়া ভোরের দিকে এখানে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তস্করকে ডাকিয়া সেই কথা বলায়, সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাজনের প্রতিহিংসা লইতে কৃতসংকল্প হয়। সাতবার মহাজনের গৃহে এবং ধানের ক্ষেত পোড়াইয়া দিয়া এবং সাতবার তাঁহার গাভীসমূহের পা কাটিয়া দিয়াও তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ না হওয়ায়, মহাজনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটি কি তাহারই সন্ধানলাভের জন্য সে অবশেষে মহাজনের চাকরদের সঙ্গে মিতালী পাতাইয়া লয় এবং বিহারটিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু জানিতে পারিয়া, সে বিহারটিতেই অগ্নি সংযোগ করে। এই সব দুষ্ক্রিয়ার জন্য সে এই জ্বালাময় প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) ধর্ম্মপদ-ভাষ্যে আরও একটি প্রেতের উল্লেখ আছে—তাহার মাথা শূকরের মত হইলেও দেহ ঠিক মানুষের মতই। গণ্ডদেশ তাহার স্ফোটকে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত স্ফোটক হইতে কৃমি-কীট অনবরত বাহির হইয়া আসিতেছে। কস্সপ বুদ্ধের সময় একটি বিহারে দুই জন ভিক্ষু বাস করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত নিবিড় ছিল। একদিন বুদ্ধের বাণীর প্রচারক আর একজন ভিক্ষু অতিথিভাবে তাঁহাদের সেই বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিক্ষার সুবিধা এবং স্থানটির সৌন্দর্য্য এই অতিথি ভিক্ষুকে মুগ্ধ করায় সে মনে মনে ভাবিল, অন্য দুই জন ভিক্ষুকে সে যদি স্থানটি হইতে বিতাড়িত করিতে পারে, তবে সে-ই বিহারের সমস্ত সুখ-সুবিধা একা উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর সে দুই বন্ধুর ভিতর বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল। এক দিন গোপনে বড় ভিক্ষুকে ডাকিয়া সে বলিল, "ছোট ভিক্ষু আমাকে বলিয়াছে—তুমি ভাল লোক নও এবং তুমি বুদ্ধের উপদেশও পালন কর না; সুতরাং খুব সাবধানে তোমার সহিত মেলামেশা করা উচিত।" তাহার পর সে ছোট ভিক্ষুর

(১) Childers, *Pali Dictionary*, p. 379

(২) Dhammapada Commentary, Vol. III, pp. 60—64.

নিকট গিয়াও সেই একই অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহাকেও ডাকিয়া সে বলিল, "বড় ভিক্ষু আমাকে বলিয়াছে—তুমি ভাল লোক নও এবং তুমি বুদ্ধের উপদেশও পালন কর না। সুতরাং তোমার সহিত খুব সাবধানে মেলামেশা করা উচিত।" এইরূপে দুই বন্ধুর ভিতর সে এরূপ একটা বিরোধের সৃষ্টি করিয়া দিল যে, দুই বন্ধু বিহারের ভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং সে একা বিহারের সমস্ত সুখ-সুবিধা উপভোগ করিতে লাগিল। পরে দুই ভিক্ষু আবার পরস্পরে মিলিত হইয়াছিলেন। ছোট ভিক্ষু তখন তাঁহার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বড় ভিক্ষুও সমস্ত ভুলিয়া যাইতে ও পুনরায় সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মনোমালিন্যের কারণটাও তখন আর তাঁহাদের কাছে অবিদিত ছিল না এবং নবাগত অতিথিকেই তাঁহারা এ জন্য দায়ী করিয়াছিলেন। এই সব দুষ্ক্রিয়ার জন্য নবাগত ভিক্ষুটি পূর্ব্বোক্ত ধরণের প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দীঘ-নিকায়ের (১) আটানাটিয় সুত্তন্তে কুম্ভণ্ড নামক প্রেতের উল্লেখ আছে। কুম্ভণ্ডের এক জন প্রভু ছিল তাহার নাম বিরূঢ়। বিরূঢ়ের অনেকগুলি পুত্র ছিল। সুত্তন্তে প্রেতদিগকে নিন্দুক, খুনী, দস্যু, ক্রুরচিত্ত, বদমাইস, চোর, প্রতারকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পেতবত্থুতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেতেরা তাহাদের মর্ত্ত্যের বাসস্থানে আসিয়া হয় দেওয়ালের বাহিরে, না হয় বাড়ীর এক কোণে, হয় রাস্তার এক ধারে, না হয় বাড়ীর সীমানার প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকে। (পৃঃ ৪)

প্রেতলোকে জীবনধারণের জন্য কোনরূপ চাষবাস, গোপালন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা নাই। (২) সুতরাং যাহারা মৃত আত্মীয়স্বজনের পরলোকগত আত্মার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা কল্যাণ কামনা করে, তাহারা ভাল খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য সঙ্ঘে দান করে, এবং দানের পুণ্য প্রেতের উদ্দেশে অর্পণ করে। প্রেতেরাও এই সকল পুণ্য অনুষ্ঠানে উপকৃত হয়।

মহানিদ্দেশে আছে "পেতম্ কালকতম্ ন পস্সতি—" যখন প্রিয়জন পরলোক গমন করে এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে আর দেখা যায় না। (৩) মৃত্যুর পর প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পৃথিবীতে কেবলমাত্র নামটিই অবশিষ্ট থাকে। (৪) বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে নানাস্থানে প্রেতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহাতে তাহাদের চেহারা ও তাহাদের কার্য্যকলাপের বর্ণনার কিছুমাত্র অভাব নাই।

(১) Digha Nikaya (P. T. S.), Vol. III, pp. 197—198.
(২) Petavatthu (P. T. S.), p. 5.
(৩) Niddesa (P. T. S.), Vol. I, p. 126
(৪) Ibid, p. 127

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেতবত্থু এবং তাহার ভাষ্যে প্রেতের আলোচনা

প্রেত সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণাকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে পেতবত্থুর শরণাপন্ন হওয়া দরকার ; কারণ এই গ্রন্থখানিতে প্রেত সম্বন্ধে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা আছে। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুর নামক স্থানের ধর্ম্মপাল এই গ্রন্থখানির ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে মূলগ্রন্থে যে-সব গল্পের কেবলমাত্র ইঙ্গিত আছে সেই-সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ধর্ম্মপাল এইসব গল্প বৌদ্ধ ইতিকথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র শোনা গল্পই যে এইসব ইতিকথার ভিত্তি তাহা নয়, সিংহলের মঠসমূহে যে-সমস্ত পুরাতন ভাষ্য (অট্ঠ-কথা) সংরক্ষিত আছে তাহার ভিতরেও এগুলির উল্লেখ আছে। খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের কতকগুলি বিশেষ অংশের অট্ঠকথাকে সিংহলী ভাষা হইতে পালিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শতকের শেষ ভাগে ধর্ম্মপাল বাকী অট্ঠকথার অনেক অংশ অনুবাদ করেন। পেতবত্থু এই-সমস্ত অনুবাদের ভিতর একখানি গ্রন্থ।

গ্রন্থখানিতে যে-সমস্ত গল্প লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা ধর্ম্মপালের কল্পনা-প্রসূত মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহা প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ ইতিকথার ভিতর দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এইসব গল্পের তিনটির সঙ্গে বুদ্ধঘোষ-প্রণীত ধর্ম্মপদ-অট্ঠকথার তিনটি গল্পের আশ্চর্য্যরূপ মিল আছে ; সুতরাং মনে হয় ধর্ম্মপাল এবং বুদ্ধঘোষ উভয়েই সিংহলী অট্ঠকথার ভিতর হইতে তাঁহাদের গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মপালের অট্ঠকথা প্রেত সম্বন্ধে নানা রকম তথ্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই বইখানি লইয়া ভাল-রকমে আলোচনা করিলে আত্মা সম্বন্ধে এবং প্রেত-লোক সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের ধারণা সহজেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণে ধর্ম্মপালের পেতবত্থু হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রেতের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্মপালের এই গ্রন্থখানি 'পালি টেক্‌ষ্ট সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও এখন পর্য্যন্ত কোন আধুনিক ভাষায় উহা ভাষান্তরিত হয় নাই।

---

(১) ধর্ম্মপাল তাঁহার গল্পগুলি ধর্ম্মপদঅট্ঠ-কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মিঃ বার্লিংগেম্ তাঁহার "Buddhist Legends" নামক গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় উভয়েই এক স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

ক্ষেত্তুপমা পেত (প্রেত)

ভাষ্যে এই প্রেতটি জনৈক শ্রেষ্ঠি-পুত্রের অশরীরী আত্মা বলিয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পিতা বুদ্ধের জীবিতকালে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের একজন প্রভূতধনশালী বণিক ছিলেন। সেই বণিকের সে ছাড়া আর কোন সন্তানসন্ততি ছিল না। পিতামাতা মনে করিতেন যে, তাঁহাদের ধনভাণ্ডারে এই পুত্রটির জন্য অপরিমিত সম্পদ্ সঞ্চিত থাকিবে, দৈনিক সহস্র মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করিলেও, সে তাহা নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তাঁহারা পুত্রটিকে কোন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দেন নাই। তারপর সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটি সুন্দরী এবং সদ্বংশজাত কন্যার সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হইল। কন্যাটি সুন্দরী এবং সদ্বংশজাত হইলেও বুদ্ধের উপদেশের প্রতি তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। এই পত্নীর সহিত শ্রেষ্ঠি-পুত্রের দিন কেবলমাত্র অসার আমোদ-প্রমোদেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার পিতা-মাতাও পরলোকে গমন করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে সর্ব্বদা এমন সব দুষ্ট লোকের দ্বারা পরিবৃত থাকিত, যাহারা ঠকাইয়া তাহার অর্থ অপহরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। গায়ক, অভিনেতা বা এই জাতীয় অন্যান্য বিলাস-সঙ্গীদিগকে অকাতরে দান করিয়া তাহার সমুদয় অর্থ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। অথচ কখনও সে ভ্রমবশতঃ ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। অবশেষে সে এরূপ ভাবে নিঃস্ব হইয়া পড়িল যে, উপায়ান্তর না থাকায় উক্ত নগরের এক অনাথশালায় আশ্রয় লইয়া সে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা একদিন একদল দস্যুর সহিত তাহার পরিচয় হইলে তাহারা তাহাকে দস্যুবৃত্তি এবং চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিল। সে তাহাদের দলে যোগদান করিল বটে, কিন্তু প্রথম অভিযানের দিনই কোন বস্তু অপহরণ করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া গেল। রাজা বিচার করিয়া তাহার মস্তকটি দেহচ্যুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহাকে যখন বধ্য-মঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন নগরের সুন্দরী সুলসা লক্ষ্মীকৃপাবঞ্চিত দানশীল এই হতভাগ্য যুবকটির অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কর্ম্মচারীকে মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিল ; কারণ সে তাহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল দিতে চায়। ঠিক সেই সময় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কোনও মহৎ দানের দ্বারা তাহাকে দানের পুণ্য অর্জ্জন করিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত তাহার নিকট মহা-মোগ্গল্লান ভিক্ষা-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। বণিক্-পুত্র মনে করিল জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে পানীয় এবং মিষ্টান্নের তাহার আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া সমস্ত পানীয় এবং আহার্য্য মহামোগ্গল্লানকে উপহার প্রদান করিল। ইহার পর তাহার মুণ্ড দেহচ্যুত করা হইল। মহামোগ্গল্লানের মত একজন মহানুভব থেরকে এইরূপ দানের

দ্বারা সে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে দেবতাদের বাসস্থান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করাই তাহার উচিত ছিল; কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সুলসা তাহাকে একটা দানের অবসর প্রদান করিয়াছে বলিয়া তাহার মন সুলসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। আর এই কৃতজ্ঞতার ফলে তাহার হৃদয়ে সুলসার প্রতি আসক্তি জন্মিয়াছিল। এই জন্য তাহাকে বহু নিম্নস্তরে একটি বটবৃক্ষে প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সুলসার প্রতি তাহার আসক্তির এইখানেই শেষ হয় নাই। একদিন সুলসা তাহার আবাসস্থান বটবৃক্ষের নিম্নে আসিলে সে তাহার ভৌতিক মায়ার দ্বারা অন্ধকার এবং ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া বসিল এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। এই অবস্থায় প্রেতটি এক সপ্তাহকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া, পরে বেলুবন-বিহারে যেখানে জনতার কাছে বুদ্ধ বক্তৃতা করিতেছিলেন সেই জনতার এক প্রান্তে রাখিয়া আসিয়াছিল।

(Petavatthu Commentary, P. T. S., pp. 1-9)

শূকরমুখ পেত

কস্‌সপ নামে বুদ্ধের সময় একজন ভিক্ষু ছিল। সে দেহকে সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাক্ তাহার মোটেই সংযত ছিল না। সে তাহার সহধর্ম্মী ভিক্ষুদিগকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিত এবং অযথা তাহাদের কুৎসা রটনা করিত। মৃত্যুর পর নরকে সে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। গৌতম বুদ্ধের সময় রাজগৃহের নিকট গিজ্ঝকূটে তাহার আবার নবজন্ম লাভ হয়। যে কর্ম্মফল ভোগ করা তখনও তাহার অবশিষ্ট ছিল তাহার ভোগ পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার তাহার বিরাম ছিল না। তাহার দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের মত উজ্জ্বল, কিন্তু মুখের আকৃতি ছিল শূকরের মত। মহাত্মা নারদ গিজ্ঝকূট-পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদিন অতি প্রত্যূষে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, তখন এই শূকর-মুখ প্রেতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার দেহ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল; তাহার ভিতর হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; কিন্তু তোমার মুখ শূকরের মত। ইহার কারণ কি?" প্রেত উত্তর করিল,—"দেহে আমার সংযমের অভাব ছিল না, কিন্তু বাক্ অত্যন্ত অসংযত ছিল; সুতরাং আমার দেহ উজ্জ্বল এবং মুখ শূকরের মতন হইয়াছে। হে নারদ, তুমি আমার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছ; সুতরাং বাক্যে অসংযত হইয়া শূকরের মত মুখ প্রাপ্ত হইও না।" জাতকসমূহেও এই গল্পটির উল্লেখ আছে।

(Petavatthu Commentary, P. T. S. pp. 9—12.
Cf. Dhammapada Commentary, Vol III, pp. 410—417)

পূতিমুখ পেত

কস্‌সপ বুদ্ধের সময় ভদ্রবংশীয় দুইজন যুবক ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি গ্রাম্য মঠে

অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের ভিতর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল অতি দৃঢ়। আর-একজন ভিক্ষু অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের মঠে আগমন করিল। স্থানটির সুখ-সুবিধা এবং আহার্য্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এই নবাগত ভিক্ষুটির মনে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু দুই-জনকে বিতাড়িত করিয়া একা সেই বিহারটি অধিকার করিয়া বসিবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। সে উভয়ের ভিতর এমন একটা বিরোধের সৃষ্টি করিল যে, তাহারা উভয়েই বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরেই সেই মন্দবুদ্ধি ভিক্ষুটি মারা যায়। মৃত্যুর পর সে তাহার পাপের জন্য অবীচি নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। অপর দুইজন থের ভ্রমণ করিতে করিতে আবার একদিন পরস্পর মিলিত হইল। নিজেদের কথা ব্যক্ত করিতেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের মনোমালিন্য সেই দুষ্টবুদ্ধি ভিক্ষুর কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা পুনর্ব্বার বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইল এবং পুনরায় তাহাদের নিজেদের বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরে তাহারা 'অরহৎ' হইয়াছিল।

এক বুদ্ধের তিরোধান হইতে অন্য বুদ্ধের জন্মের মধ্যবর্ত্তী সময়টা নরকে বাস করিবার পর প্রেতটি গৌতম বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে পাপের বাকী অংশটুকু ভোগ করিবার জন্য নরক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং পূতিমুখ প্রেত নাম লইয়া রাজগৃহে অবস্থান করিতে থাকে। মহাত্মা নারদ একদা গিজ্ঝকূট পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিবার সময় তাহার দেখা পান এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—"চেহারায় তুমি পরম রূপবান্, তোমার বাসস্থান আকাশে। কিন্তু তোমার মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ, তাহাতে কীটসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অতীতকালে তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ, যাহার জন্য তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে?" প্রেত উত্তর করিল,—"আমি একজন অসাধু ভিক্ষু ছিলাম, বাক্ আমার মোটেই সংযত ছিল না। বাহিরের আচরণে আমি যোগী-ঋষির মত ছিলাম, সেইজন্য আমার চেহারাটা এত সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু আমার মুখের এই দুর্গন্ধও আমার নিজেরই কর্ম্মফল। বাক্যে যে আমি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলাম, এখন তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।"

(Petavatthu Commentary, P. T. S. pp. 12—16)

পিট্‌ঠধীতলিক পেত

শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের পৌত্রীর ধাত্রী তাহাকে একটি খেলার পুতুল উপহার দিয়াছিল। পৌত্রীটি এই পুতুলটি লইয়া খেলা করিত এবং তাহাকে কন্যার মত মনে করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে এই পুতুলটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে 'আমার কন্যা মরিয়া গেল'—বলিয়া বালিকাটি এমন ভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে, তাহাকে কেহই সান্ত্বনা দিতে পারিল না। অবশেষে ধাত্রী বালিকাটিকে অনাথপিণ্ডিকের নিকট লইয়া গেল। তিনি তখন বুদ্ধের কাছে ভিক্ষু-পরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন। অনাথপিণ্ডিক

তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে, মৃত কন্যার উদ্দেশ্যে তাহার দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা উচিত। পরের দিন বুদ্ধ একটি মাধ্যাহ্নিক ভোজে নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি সেখানে অনাথপিণ্ডিকের দানের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা, গৃহ-দেবতা বা অন্য দেবতা যাহার উদ্দেশ্যেই দান করা হোক্ না কেন, দাতা নিজেও তাহার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং দান-গ্রহণ-কারীরও উপকার করা হয়। শোক দুঃখ এবং ক্রন্দনের দ্বারা প্রেতেরা কিছুমাত্র উপকৃত হয় না, উহা কেবলমাত্র জীবিত আত্মীয়দেরই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

(Petavatthu Commentary, pp. 16-19.)

তিরোকুড্ড পেত

বহু পূর্ব্বে— প্রায় ৯২ কল্প পূর্ব্বে কাশিপুরী নামে একটি নগর ছিল। তাহার রাজার নাম ছিল জয়সেন এবং রাণীর নাম ছিল শিরিমা। এই রাণীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব ফুস্‌স নামে সন্তান হয়। পুত্রটি সম্মাসম্বোধি অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জনের দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতে শোনা যাইত যে, "বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, এ-সমস্তই আমার। ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বস্ত্র খাদ্য শয্যা এবং ঔষধ এই চারিটি বস্তুর দানের অনুমতি আমি আর কাহাকেও প্রদান করিব না।" সুতরাং রাজার অন্যান্য পুত্রেরা বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করিবার কোন সুযোগই পাইত না। অবশেষে এই ব্যাপারে রাজার অনুমতি লাভের জন্য তাহারা একটি কৌশল আবিষ্কার করিল। সীমান্তের অধিবাসীদিগকে তাহারা বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই-সব লোকেরা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তখন তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য তাহারাই প্রেরিত হইল।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসার পর, রাজা যখন তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বুদ্ধ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের অধিকার ব্যতীত তাহারা আর কোন পুরস্কার প্রার্থনা করিল না। রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাদিগকে তিন মাসের জন্য অধিকার প্রদান করিলেন। প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষ করিয়া তাহারা বুদ্ধকে তাহাদের নব-নির্ম্মিত বিহারে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে যথা-বিহিত পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিল। ইহাদের ভিতরেও আবার কেহ কেহ সময়ের অল্পতার জন্য নিজেদের নামে বুদ্ধকে উপহার প্রদান করিতে না পারিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এই অসন্তুষ্ট লোকেরা অবশেষে ভ্রাতাদের দান-ধ্যানের ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে সুরু করিয়া দিল। কখন বা তাহারা অর্ঘ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, কখনও সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিত। অবশেষে তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল যে, একদিন দরিদ্রাশ্রমে

অগ্নি সংযোগ করিতেও ইতস্ততঃ করিল না। এই-সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকেরাই তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য নরকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পর কস্‌সপ বুদ্ধের সময় তাহারা আবার প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও তাহাদিগকে কখন কোনও উপহার প্রদান করিত না। অবশেষে একদিন কস্‌সপ বুদ্ধের নিকটে গিয়া তাহারা আত্মীয়-স্বজনের এই অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন,—গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে তাহাদের নামে বলির অর্ঘ্য অর্পিত হইবে, আর এই বিম্বিসার পূর্ব্বজন্মে তাহাদেরই আত্মীয় ছিল। সুতরাং রাজা বিম্বিসার যখন বেলুবন-বিহারটি বুদ্ধকে এবং তাঁহার শিষ্যগণকে উপহার দেন, এই প্রেতেরা মনে করিয়াছিল, বিম্বিসারের অর্জ্জিত পুণ্যের কিয়দংশ তাহাদেরও ভাগে পড়িবে; কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছিল। এইরূপে নিরাশ হইয়া তাহারা রাত্রিতে এমন ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, ভীত বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই কোলাহলের অর্থ কি?" বুদ্ধ তাঁহাকে উত্তর দিলেন,—"তোমার পূর্ব্বজন্মের জনকত আত্মীয় প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারাই আশা করিতেছিল, তুমি যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার ভাগ এই-সব প্রেতদিগকেও বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা তাহারই বলে দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তুমি কিন্তু তাহা দাও নাই। সুতরাং তাহারা হতাশ হইয়া এই কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।" ইহার পর বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি বিম্বিসার সমস্ত সঙ্ঘকে এক বিরাট্ ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই সৎকার্য্যের পুণ্য তিনি প্রেতগণকেই অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজার এই পুণ্য কার্য্যকে সমর্থন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব তিরোকুড্ডসুত্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে উপকার এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তাহারই কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিয়া থাকে। (Petavatthu Commentary, pp. 19-31.)

পঞ্চপুত্রখাদক পেত

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে একজন গৃহস্থ বাস করিত। তাহার পত্নী ছিল বন্ধ্যা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাহাকে নিঃসন্তান দেখিয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এই গৃহস্থটির কিন্তু পত্নীর প্রতি সুগভীর প্রেম ছিল। সুতরাং বন্ধুবান্ধবদের এই অনুরোধ উপরোধ তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। অবশেষে বংশলোপ পায় দেখিয়া পত্নী নিজে স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চারিদিক্ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া গৃহস্থ একটি বালিকার পাণি-গ্রহণ করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল। কিছুদিন পরেই এই দ্বিতীয় পত্নীটির দেহে অন্তঃসত্ত্বার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা হইতে দেখিয়া প্রথম পত্নী মনে মনে

ভাবিল, 'সন্তান প্রসব করিলেই ত সপত্নী গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিবে'। এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে ঈর্ষারও অবধি রহিল না। অবশেষে ঈর্ষা বশে সে একজন পরিব্রাজকের সাহায্যে সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করাইল। এই পরিব্রাজকটিকে খাদ্য এবং পানীয় উপহার দিয়া সে পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিল। দ্বিতীয় পত্নীর পিতা-মাতা কন্যার গর্ভ নষ্ট হওয়ার কথা শুনিয়া প্রথম পত্নীর বিরুদ্ধে ভ্রূণ-হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিল। কিন্তু সে অপরাধ অস্বীকার করিয়া শপথ করিয়া বসিল যে, সে যদি সত্যসত্যই অপরাধী হয় তবে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জ্বলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি করিয়া সন্তান ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য নানা রকমের দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতেও সে যেন মুক্তি লাভ করিতে না পারে। এই স্ত্রীলোকটিই তাহার পাপের জন্য মৃত্যুর পর তাহার স্বগ্রামের অনতিদূরে কুৎসিতদর্শন (দুর্ব্বণ্ণরূপ পেতী) প্রেতিনী হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিল। সে পানীয় এবং আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচটি করিয়া পুত্রকে সে প্রহার করিত এবং তাহাদের মাংস আহার করিত। তথাপি তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। বস্ত্রের অভাবে তাহার সর্ব্বদেহ উলঙ্গ থাকিত। আর মাছি এবং কৃমিতে পরিপূর্ণ সেই দেহ হইতে অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হইত। একদা আটজন থের শ্রাবস্তীতে ভগবান্ বুদ্ধের কাছে গমন করিবার সময় পথে এই প্রেতিনীটিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে তাহার দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে তাঁহাদের কাছে তাহার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করে। (Petavatthu Commentary, pp. 31-35.) তাহার দুঃখে বিচলিত হইয়া তাঁহারা সেই রমণীর পূর্ব্বস্বামী গৃহস্থের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহস্থ তাঁহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয়ের দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেই, তাঁহারা এই সৎকার্য্যের পুণ্য তাহার পূর্ব্ব পত্নীর নামে উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষিত হইলে সে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

সত্তপুত্তখাদক পেত

একজন বৌদ্ধ গৃহস্থের দুইটি পুত্র ছিল। এই পুত্রেরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিল। পুত্রদের গর্ব্বে গৃহস্থের পত্নী স্বামীকে অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা করিতে আরম্ভ করায়, গৃহস্থ পুনরায় বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় পত্নীটি অন্তঃসত্ত্বা হইলে প্রথম পত্নী ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার গর্ভ নষ্ট করাইয়াছিল। এই গল্পটির অবশিষ্টাংশ পঞ্চপুত্তখাদক প্রেতের গল্পাংশেরই অনুরূপ। (Petavatthu Commentary, pp. 36-37)

গোণ পেত

শ্রাবস্তীর একজন গৃহস্থ পরলোক গমন করিলে তাহার পুত্র পিতৃ-শোকে অভিভূত হইয়া

তাহার পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেককেই তাহার পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুতেই সান্ত্বনা পাইল না। লোকটির এই দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ একদিন স্বয়ং তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সে বুদ্ধকেও তাহার পিতা কোথায় এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। বুদ্ধ উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"তুমি তোমার এই জন্মের পিতার সম্বন্ধেই জানিতে চাও, না পূর্ব্বজন্মসমূহে যাঁহারা তোমার পিতা ছিলেন তাঁহাদের কথাও জানিতে চাও?" এই উপায়ে তিনি যুবকের পিতৃশোকাতুর হৃদয়কে শান্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন ভিক্ষুরা তাঁহাদের নিজেদের ভিতর এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—এই যুবকের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে তিনি এই প্রথম শান্ত করিতেছেন না, পূর্ব্বজন্মেও তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। বুদ্ধ অতঃপর নিম্নলিখিত গল্পটি বিবৃত করিলেন:—অতীত কালে বারাণসীতে এক গৃহস্থের পিতা কালের আহ্বানে পরলোকে গমন করেন। গৃহস্থ পিতৃশোকে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল—তাহার নাম সুজাত। সুজাতের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারতীক্ষ্ণ। শোকাচ্ছন্ন পিতার চিত্তকে শান্ত করিবার উপায় স্থির করিয়া সে সহরের বাহিরে চলিয়া আসিল। সেখানে ক্ষেত্রের ভিতর একটি বলীবর্দ্দ মৃতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। সে কিছু বিচালী, কিছু ঘাস ও খানিকটা জল সংগ্রহ করিয়া সেই মৃত বলীবর্দ্দের মুখের কাছে সেগুলি স্থাপন করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। পথ-যাত্রীরা ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাহার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কি জানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কাহারও প্রশ্নের কোনও উত্তর প্রদান করিল না। তাহারা তখন তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক স্থির করিয়া তাহার পিতাকে গিয়া জানাইয়া আসিল যে, তাহার পুত্রটির মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। পিতা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থার কথা শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে এইরূপ পাগলের মত ব্যবহার করিতেছে কেন। পুত্র উত্তর করিল—"পাগল আমি, না আপনি, সে-সম্বন্ধে আমি এখনও কৃত-নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। আমি তবু এমন একটি বলদকে ঘাস জল গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি যাহার মাথা এবং পা—যাহার সমস্ত দেহটাই আমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে; কিন্তু আমার পূজনীয় পিতামহদেবের দেহের হাত পা বা মাথা কোনও অংশই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যাহার কিছুই পশ্চাতে পড়িয়া নাই আপনি তাহারই জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিভ্রংশ যে আপনারই হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুত্রের এই যুক্তি শ্রবণ করিয়া পিতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং তিনি বালককে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভু বুদ্ধই তখন সুজাত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (Petavatthu Commentary, pp. 38-42.)

মহাপেশকার পেত

বার জন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কর্ম্মট্ঠান ব্রত গ্রহণ করিয়া, এমন একটি বাসস্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন যেখানে বস্ত্র সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা একটি সুন্দর বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পাশে যে গ্রামখানি অবস্থিত, তাহাতে এগার ঘর পেশকার অর্থাৎ তন্তুবায়ের নিবাস। পেশকারেরা যখন জানিতে পারিল যে, ভিক্ষুরা নির্জ্জনে বিনা বাধায় কম্মট্ঠান সাধনার জন্য উপযুক্ত আবাস-স্থানের অনুসন্ধান করিতেছেন, তখন তাহারা তাঁহাদিগকে সেইখানেই বাস করিবার জন্য আহ্বান করিল এবং বনের ভিতর তাঁহাদের জন্য কুটীরও নির্ম্মাণ করিয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইল না। পেশকারদের ভিতর যে ব্যক্তি প্রধান, সে গ্রহণ করিল দুইজন ভিক্ষুর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার,-বাকী দশজনের ভার গ্রহণ করিল বাকী পেশকারগণ। ভিক্ষুদের প্রতি প্রধানের স্ত্রীর মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। সুতরাং ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে বিস্তর অসুবিধা হইতে লাগিল। পত্নীর এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া পেশকার-প্রধান তাহার ছোট ভগ্নীটিকে গৃহে আনিয়া তাহার হাতেই কর্ত্তৃত্বের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রতি এই বালিকা শ্রদ্ধান্বিতা ছিল; সুতরাং এবার তাঁহাদের সেবা এবং যত্ন যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বর্ষাঋতু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পেশকারেরা প্রত্যেক ভিক্ষুককেই একখানি করিয়া বস্ত্র উপহার প্রদান করিল। এই ব্যাপারে প্রধানের পত্নী রুষ্ট হইয়া উপহাস করিতে করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"যে খাদ্য এবং পানীয় তুমি শাক্যপুত্র সন্ন্যাসীদিগকে উপহার দিয়াছ, পরলোকে তাহা যেন তোমার ভাগো বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুঁজের আকার ধারণ করে এবং বস্ত্রখানি যেন জ্বলন্ত লৌহে পরিণত হয়।"

কালে পেশকার-প্রধান বিন্ধ্যাটবীতে শক্তিমান্ বৃক্ষ-দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী মৃত্যুর পর বিন্ধ্যাটবীর নিকটবর্ত্তী একটি স্থানেই প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নগ্ন-দেহে কুৎসিত-মূর্ত্তিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উৎপীড়িত হইয়া একদিন সেই প্রেতিনী বৃক্ষ-দেবতার নিকটে আসিয়া অন্ন পানীয় এবং বস্ত্রের প্রার্থনা জানাইল। স্বর্গ-সুলভ বস্ত্র, খাদ্য এবং পানীয় সংগ্রহ করিয়া সে, তাহার হাতে দিতেই খাদ্য এবং পানীয় বিষ্ঠা মূত্র এবং পুঁজে পরিণত হইল, এবং বস্ত্রখণ্ডকে পরিধান করিতে না করিতেই তাহা জ্বলন্ত লৌহখণ্ডের মত তাহার সারা দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল। যন্ত্রণায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

একজন ভিক্ষু বর্ষাঋতু প্রবাসে কাটাইবার পর বিন্ধ্যাটবীর পথে বুদ্ধ-দর্শনে চলিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী ছিল একদল বণিক। এই বণিকের দল রাত্রিতে পথ চলিত এবং দিনে ছায়া-শীতল বনের নিরালায় বিশ্রাম করিত। একদিন ভিক্ষু যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, তখন

বণিক্‌দল তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বনের ভিতর ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যে গাছে সাধু তন্তুবায়ের আত্মাটি বাস করিত, তিনি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষ-দেবতা তাঁহাকে দেখিয়াই মানুষের দেহে তাহার নিকট আগমন করিয়া শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রেতিনীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং খাদ্য পানীয় ও বসনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল; কিন্তু জিনিষগুলি তাহার হাতে দিতে না দিতেই সেগুলির চেহারা একমুহূর্ত্তে বদ্‌লাইয়া গেল। ভিক্ষু এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃক্ষ-দেবতা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন এবং প্রেতিনীকে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি দানের কোনও উপায় আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে যদি কোনও ভিক্ষুকে খাদ্য পানীয় এবং বসন দান করা হয় এবং সে দান যদি তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই নির্য্যাতনের হাত হইতে সে মুক্তি লাভ করিতে পারে। বৃক্ষ-দেবতা ভিক্ষুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন এবং দুইখানি বস্ত্র ভিক্ষুর হাতে দিয়া প্রভু বুদ্ধের কাছেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই হতভাগ্য রমণীটি মুক্তি লাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 42-46.)

খলাত্য পেত

একদা বারাণসীতে এক পরম রূপবতী রমণী বাস করিত। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন সুন্দর ছিল, তাহার দেহের বর্ণও ছিল তেমনি চমৎকার; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল তাহার চুল। তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া যে মেখলা শোভা পাইত তাহাকে এই গাঢ় ঘন কৃষ্ণ এবং সুদীর্ঘ কেশপাশ অতিক্রম করিয়াছিল। বহু যুবকের চিত্ত তাহার এই কেশপাশের সৌন্দর্য্যের বন্ধনে বাঁধা পড়িত। তাহার এই সৌভাগ্যে কয়েকজন রমণী অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল এবং ঔষধের দ্বারা তাহার এই কেশরাশি ধ্বংস করিবার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া পড়িল। তাহার একটি পরিচারিকাকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করিতেও তাহাদের বিশেষ বিলম্ব হইল না। পরিচারিকাটি তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটা তীব্র ঔষধ, তাহার গঙ্গা-স্নানের সময় সে যে চূর্ণ ব্যবহার করিত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। সেই চূর্ণ মাখিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতে সে যেমন মাথা ডুবাইয়াছে অমনি তাহার সমস্ত চুল শুষ্ক-পত্রের মত ঝরিয়া পড়িল। কেশদাম হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মূর্ত্তি এত কুৎসিত হইয়া গেল যে, ক্ষোভে লজ্জায় সে আর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। নগরের বাহিরে তৈল এবং মদ্যের ব্যবসায় করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল। একদিন সে কতকগুলি লোককে সুরাপানের জন্য আমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা সুরা পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের বস্ত্রাদি অপহরণ করিল।

একদিন এক অরহৎ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রমণী তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল ও তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া আনিল এবং তৈলের দ্বারা প্রস্তুত উত্তম খাদ্যসমূহ তাঁহার সম্মুখে পরিবেষণ করিল। অরহৎ তাহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া খাদ্যসমূহ আহার করিলেন। তিনি যখন আহার করিতেছিলেন, রমণীটি তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার মাথার উপর ছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দর কেশরাশির জন্য প্রার্থনা করিতেও ভুলিল না। ভাল এবং মন্দ কার্য্যের জন্য পরজন্মে তাহার স্থান সমুদ্রের উপরে একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত বিমানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রার্থনা অনুসারে সে অপূর্ব্ব কেশকলাপ পুনরায় পাইয়াছিল বটে, কিন্তু বস্ত্র অপহরণের অপরাধে তাহার দেহে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। এইরূপে তাহাকে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। অপর এক বুদ্ধের জন্ম পর্য্যন্ত তাহার এইরূপ অবস্থা ছিল। তাহার পর যখন বর্ত্তমান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখনও শ্রাবস্তীর একশত জন বণিক তাহার বিমানকে বিস্তৃত সমুদ্রের ভিতরই অবস্থান করিতে দেখিয়াছে। তাহারা সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্যের জন্য যাইতেছিল। পথে বিপরীত বাতাসে তাহাদের তরণী ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতে থাকে। সেই সময় বণিক্‌দের নায়ক সবিস্ময়ে এই স্বর্ণবিমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার ভিতরের অধিবাসীকে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করে। উত্তরে বিমানচারী তাঁহাকে জানাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অনাচ্ছাদিত, সুতরাং সে বাহির হইয়া আসিতে লজ্জা পাইতেছে। ইহার পর বণিক্ তাঁহার উত্তরীয়খানি উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া, সেই বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু বিমানচারী উত্তর দিল, এরূপ ভাবে কোন উপহার তাহাকে অর্পণ করিলে সে উপহার তাহার পাইবার সম্ভাবনা নাই। উপহার তাহার নিকট পৌঁছাইতে হইলে জাহাজের উপর যদি কোনও সাধু এবং বিশ্বাসী উপাসক থাকেন, তবে তাঁহাকেই এই উপহার প্রদান করিতে হইবে এবং সেই দানের পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। বণিক্ সেইরূপ ব্যবস্থা করিবা মাত্র বিমানচারী সুন্দর বেশে সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। পুণ্যকার্য্য এইরূপ অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিতে দেখিয়া, বিস্মিত বণিকেরা তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিল। সে তাহার পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের কথাই তাঁহাদের কাছে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করিল এবং শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট কিছু উপহার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। বণিকেরা শ্রাবস্তীতে যাইয়া তাহার নামে বুদ্ধের পূজা-অর্চ্চনা করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধ প্রেতিনীর এই পুণ্যকার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাবতিংস স্বর্গের স্বর্ণপ্রাসাদে তাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ ঘটিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, P. T. S., pp. 46-53.)

অভিজ্জমান পেত

বারাণসীর গঙ্গার অপর পারে এক গ্রামে একজন শিকারী বাস করিত। সে হরিণ শিকার করিত এবং মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিয়া অবশিষ্ট অংশ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গৃহে লইয়া আসিত। তাহাকে মাংস লইয়া আসিতে দেখিলেই গ্রামের বালকগণ তাহার নিকট মাংস চাহিত এবং ছোট ছোট মাংসখণ্ড লাভ করিত। এক দিন শিকারের জন্য বনে গিয়া হরিণ না পাওয়ায় সে কতকগুলি উদ্দালক পুষ্প লইয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। বালকগণ অভ্যাস বশতঃ তাহার নিকট মাংস চাহিলে সে তাহাদের প্রত্যেককে এক এক গুচ্ছ পুষ্প প্রদান করিল। এই শিকারী মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া নগ্ন ও ভীষণদর্শন প্রেতরূপ ধারণ করিল। প্রেতাবস্থায় খাদ্য এবং পানীয় কোনও রূপেই সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, তাহার গ্রামের আত্মীয়গণ তাহাকে কিছু খাদ্য প্রদান করিবে, এই আশায় উদ্দালক পুষ্পের মালায় সজ্জিত হইয়া সে এক দিন পদব্রজে স্রোতের বিপরীত মুখে গঙ্গার উপর হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় মগধের রাজা বিম্বিসারের কালীয় নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সীমান্তপ্রদেশে বিদ্রোহ দমন পূর্ব্বক সৈন্যসামন্ত স্থলপথে প্রেরণ করিয়া নিজে নৌকাযোগে গঙ্গার স্রোতের অনুকূলে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। তিনি পেতকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপে সজ্জিত হইয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ? তুমি গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছ। তোমার গৃহ কোথায়?" পেত উত্তর করিল,—"ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া আমি বারাণসীর নিকটবর্ত্তী নিজ গ্রামে যাইতেছি।" তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকা থামাইয়া ক্ষৌরকারজাতীয় এক জন উপাসককে পেতের পক্ষ হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং একজোড়া হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে পেতটি আহার্য্য লাভ করিল ও বস্ত্রাচ্ছাদিত হইল। অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কর্ম্মচারীটি বারাণসী পৌঁছিলেন। ভগবান বুদ্ধ তখন গঙ্গার নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। বারাণসীতে পৌঁছিয়া কলীয় বুদ্ধদেবকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার উপবেশনের জন্য চন্দ্রাতপ প্রস্তুত হইল। ভগবান্ বুদ্ধ সেই চন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইলে কলীয় তাঁহাকে পূজার্চ্চনা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সম্মুখে পেতের উল্লেখ করিলেন। তাহার পর বুদ্ধদেব ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনাভিলাষী হইলে বহু ভিক্ষু সেখানে সমবেত হইল। রাজা বিম্বিসারের মন্ত্রী উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্বারা বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। পানভোজনান্তে বুদ্ধদেব নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের উপস্থিতি অভিলাষ করিলেন। বহু পেত তথায় আনীত হইলে উপস্থিত জনগণ তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। পেতদিগের মধ্যে কেহ বা নগ্ন, কেহ বা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, কেহ বা কেশ দ্বারা নগ্ন দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আছে। কেহ বা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর, কেহ বা চর্ম্মাচ্ছাদিত অস্থিতে পরিণত হইয়াছে। পেতগণের এই ভীষণ দুরবস্থা উপস্থিত সকলেই দর্শন করিলেন। বুদ্ধের অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে পেতগণ নিজেরাই নিজেদের দুষ্কৃতি

ও তাহার পরিণাম বর্ণনা করিতে লাগিল। এইরূপে সৎকার্য্য ও দুষ্কার্য্যের ফলাফল বর্ণিত হইলে ভগবান্ বুদ্ধ স্বাভাবিক অপরিসীম স্নেহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জনসাধারণের কাছে ধর্ম্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। (Petavatthu Commentary, pp. 168—177.)

উর্ব্বরী পেত

শাবথীনগরে এক জন উপাসিকা স্বামিবিয়োগে নিরতিশয় কাতর হইয়া সমাধি স্থানে গমন পূর্ব্বক অত্যন্ত করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। বুদ্ধদেব সেই উপাসিকাকে সন্ন্যাসের প্রথম অবস্থায় প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্তে তাহার গৃহে গমন করিলেন। সে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। বুদ্ধদেব তাহাকে তাহার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর জন্য শোক করিতেছি।" তাহার দুঃখদূরীকরণ মানসে প্রভু বুদ্ধদেব অতীতের নিম্নলিখিত কাহিনীটি বিবৃত করিলেন।

পাঞ্চালরাজ্যে কপিলনগরে চূড়নি ব্রহ্মদত্ত নামক অতিশয় ধার্ম্মিক অপক্ষপাতী এক রাজা বাস করিতেন। রাজার দশবিধ কর্ত্তব্যপালনে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। এক দিন তাঁহার প্রজাগণ কি অবস্থায় বাস করিতেছে এবং তাঁহার সম্বন্ধেই বা তাহারা কিরূপ মত পোষণ করে, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি এক দরজীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া একাকী নগর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমস্ত রাজ্য দুঃখশূন্য ও ব্যাধিমুক্ত এবং প্রজাগণকে সুখে ও নিরাপদে বাস করিতে দেখিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পথে এক গ্রামে দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোন বিধবার গৃহে উপস্থিত হইলে বিধবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক, তোমার নিবাস কোথায় ?" রাজা বলিলেন, "আমি দরজী। কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। যদি আপনার সূচিকর্ম্মের নিমিত্ত কোন বস্ত্র থাকে এবং আপনি যদি আমাকে খাদ্য ও পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি আপনাকে সূচিকর্ম্মে আমার নিপুণতা দেখাইতে পারি।" কিন্তু বিধবার হাতে সেরূপ কোন কাজ না থাকায় তিনি তাঁহাকে কোন কাজই দিতে পারিলেন না। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর ঐ বিধবার অতিশয় সুন্দরী এবং সর্ব্বসুলক্ষণা একটি কন্যা রাজার নেত্রগোচর হইল। বালিকাকে তখনও অবিবাহিতা জানিয়া তাহার কাছে রাজা কন্যার পাণিপীড়নের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া সেখানে কিছুদিন যাপন করিলেন। তাহার পর ছদ্মবেশী রাজা তাহাদিগকে এক হাজার কহাপন প্রদান করিলেন এবং সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এই আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পরেই রাজা মহাসমারোহে বিধবার কন্যাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন এবং তাহাকে উর্ব্বরী নামে অভিহিত করিয়া প্রধানা মহিষীর

পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা গভীর দাম্পত্যপ্রেমে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর রাণীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাজা পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। কিন্তু রাণী উর্ব্বরী স্বামীর মৃত্যুতে কিছুতেই সান্ত্বনা পাইলেন না। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি শ্মশানে গিয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিতেন এবং তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে উন্মত্তের মত সমাধিস্থানের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেন। সে সময়ে প্রভু বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বরূপে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। উর্ব্বরীকে এইরূপে দুঃখে নিমগ্ন দেখিয়া তিনি সমাধিস্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মদত্তের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছ কেন?" রাণী উত্তর করিলেন, "মৃত রাজা ব্রহ্মদত্তের নিমিত্ত তাঁহার রাণী উর্ব্বরী ক্রন্দন করিতেছে।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার দুঃখদূরীকরণার্থ, বলিলেন, "তুমি কি জান না যে, ব্রহ্মদত্ত নামধারী ষড়শীতিসহস্র লোকের দাহকার্য্য এই স্থলে সম্পন্ন হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্রহ্মদত্তের জন্য তুমি শোক করিতেছ?" রাণী বলিলেন, "আমি পাঞ্চালের রাজা আমার স্বামী চুড়নিপুত্তের জন্য ক্রন্দন করিতেছি।" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত নামধারী যাহাদের দাহকার্য্য এই স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই একই নাম ও উপাধি ছিল, সকলেই পাঞ্চালের রাজা ছিলেন এবং তুমি তাঁহাদের সকলেরই প্রধানা মহিষী ছিলে। তবে তুমি অন্যান্য ব্রহ্মদত্তের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া কেবল সর্ব্বশেষ ব্রহ্মদত্তের নিমিত্তই ক্রন্দন করিতেছ কেন?" এইরূপে কর্ম্ম সম্বন্ধে এবং জীবগণের বহুজন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করিয়া ও ধর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি রাণীর অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিলেন। অতঃপর রাণী সাংসারিক জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবেলায় উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি দেহ রক্ষা করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের আলোচনা এবং তাঁহার নিকট হইতে চারিটি মহৎ সত্যের বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপাসিকাও তাহার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 160—168)

সুত্ত পেত

বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে শাবত্থীনগরের নিকট এক পচ্চেকবুদ্ধ বাস করিতেন। এক বালক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল। বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতা সম-পদ গৌরববিশিষ্ট কোন পরিবারের এক সুন্দরী কন্যা তাহার নিমিত্ত আনয়ন করিলেন। বিবাহের দিনে বালকটি সঙ্গিগণের সহিত স্নান করিতে যাইয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। পচ্চেকবুদ্ধের সেবা করিয়া বহুপুণ্য সঞ্চয় করিলেও সে সেই কন্যার প্রতি অনুরাগের জন্য

বিমানপেতরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিল। এই পেতজন্মে সে প্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং শক্তির অধিকারী হইয়াছিল। অতঃপর সে বালিকাকে স্বীয় আবাসে আনিবার জন্য নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। বালিকার দ্বারা পচ্চেক-বুদ্ধকে কোন জিনিষ প্রদান করিতে পারিলে, তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে মনে করিয়া, সে এক দিন পচ্চেকবুদ্ধের নিকট গমন করিল। সেই সময় পরিচ্ছদসংস্কারের জন্য পচ্চেকবুদ্ধের কিঞ্চিৎ সূত্রের প্রয়োজন ছিল। মানুষের বেশ ধারণ করিয়া সে তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার সূত্রের প্রয়োজন থাকিলে বালিকাটির নিকট গমন করুন।" তাহার পরামর্শ অনুসারে পচ্চেকবুদ্ধ সেই বালিকার আবাসে উপস্থিত হইলেন। বালিকা তাঁহার সূত্রের প্রয়োজন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সূত্রের একটি গুটিকা প্রদান করিল। অনন্তর পেত বালিকার মাতাকে প্রভূত ধনপ্রদান করিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক বালিকাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পৃথিবীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে সেই কন্যা মানবদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পেত তাহাকে বলিল, "তুমি সাত শত বৎসর এখানে আছ। যদি এখন তুমি মানবদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাও, তবে আমি তোমাকে বাধাপ্রদান করিব না; কিন্তু তাহা হইলে তুমি নিদারুণ বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইবে। তোমার আত্মীয়স্বজন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" এই বলিয়া পেত বালিকাকে পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে রাখিয়া গেল। অতিশয় বৃদ্ধ ও অক্ষম হইলেও সে তাহার গ্রামে পৌঁছিয়া বহু দানকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। সাত দিন মাত্র এই পৃথিবীতে বাস করিবার পর তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সে স্বর্গে তাবতিংশ লোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 144—150)

উত্তরমাতু পেত

ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার পর প্রথম মহাসম্মিলন শেষ হইলে, মহাকচ্চায়ন কৌশাম্বীর নিকট অরণ্যমধ্যস্থিত এক আশ্রমে দ্বাদশ জন ভিক্ষুর সহিত বাস করিতেন। এই সময়ে রাজা উদেনের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত এক কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর সেই কর্ম্মচারীর পুত্র উত্তরকে পিতার কার্য্যভার প্রদানের প্রস্তাব হইলে, সে তাহা গ্রহণ করিল। এক দিন উত্তর নগরসংস্কারের অভিলাষী হইয়া কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে সূত্রধরগণসহ অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মহাকচ্চায়নকে দেখিয়া সে আনন্দিত-চিত্তে তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিতে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। অতঃপর ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে ভিক্ষুগণের সহিত মহাকচ্চায়নকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল এবং তাঁহারা তাহার গৃহে উপনীত হইলে সে থের ও ভিক্ষুগণকে নানাপ্রকারে উপহার প্রদান করিয়া প্রতিদিন তাহার গৃহেই অন্ন গ্রহণ করিতে অনুরোধ

করিল। ইহার পরে সে তাহার আত্মীয়গণকেও এই সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইল এবং একটি বিহারও নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মাতা কৃপণ ছিলেন এবং ভ্রান্তধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতেন। থের ও ভিক্ষুদিগকে উপহার প্রদান করিতে দেখিয়া তিনি পুত্রকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিক্ষুগণকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহার প্রদান করিতেছ, পরলোকে তাহা যেন রক্তের ধারায় পরিণত হয়।" যাহা হউক তিনি বিহারে কোন এক মহা উৎসবের দিনে ময়ূর-পুচ্ছের একখানি ব্যজনী প্রদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে এই মাতা এক প্রেতিনী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনীদানের ব্যবস্থার অনুমোদনের ফলে তাঁহার চুল নীল, মসৃণ, সুন্দর ও দীর্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুষ্কৃতির পরিণামে যখনই তিনি গঙ্গার জল পান করিতে যাইতেন, তখনই উহা রক্তে পরিণত হইত। এইরূপ দুঃখে ও কষ্টে তাঁহাকে ৫৫ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। অবশেষে এক দিন দিবাভাগে গঙ্গার তীরে কঙ্খারেবত নামক এক জন থেরকে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় প্রার্থনা করিলেন এবং নিজের অতীত দুষ্কৃতি ও দুরবস্থার কথা বিবৃত করিলেন। দয়ার্দ্র থের রেবত প্রেতিনীর মুক্তির জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পানীয়, খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রেতিনী শীঘ্রই সমস্ত দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 140—144)

সংসারমোচক পেত

পুরাকালে মগধের দুইটি গ্রামে সংসারমোচক জাতির লোকেরা বাস করিত। বুদ্ধের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। মগধের ইট্‌ঠকাবতী গ্রামে এই সংসারমোচক জাতির কোন পরিবারে একটি স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বহু কীট, মক্ষিকা প্রভৃতি হত্যা করিয়া সে পাপসঞ্চয় করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে তাহার প্রেতযোনিতে জন্মলাভ ঘটে। প্রেতিনী অবস্থায় পঞ্চশত বৎসর অপরিসীম দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময় সে সেই গ্রামেই সংসারমোচক জাতির অন্য এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। আট বৎসর বয়সে সে এক দিন যখন অন্যান্য বালিকার সহিত রাস্তায় খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, সেই সময় মহাত্মা সারিপুত্ত ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া রাস্তা দিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে উল্লিখিত সংসারমোচক বালিকাটি ব্যতীত আর সকলেই প্রণাম করিল। থের এই ভক্তিহীনা বালিকাটিকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, সে মিথ্যাধর্ম্মবিশ্বাসী এবং পূর্ব্বজন্মসমূহে বহু কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে পুনরায় নরকভোগ করিবে। থেরের মন বালিকাটির জন্য করুণায় ভরিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, বালিকাটি ভিক্ষুদিগকে একবার প্রণাম করিলেও তাহার নরকে যাইতে হইবে না এবং প্রেতজন্ম লাভ করিলেও সে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া অন্যান্য

বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলেই আমাকে প্রণাম করিতেছ, কিন্তু ঐ বালিকাটি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।" থেরের কথা শুনিয়া বালিকাগণ জোর করিয়া তাহার দ্বারা থেরকে প্রণাম করাইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে অন্য এক সংসারমোচক পরিবারের এক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইল; এবং তাহার অল্প দিন পরেই গর্ভিণী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া সে নগ্ন, ভীষণদর্শন, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুরা এক প্রেতিনীরূপেজন্ম পরিগ্রহ করিল। অতঃপর একদা সে ভয়াবহ আকৃতি লইয়া সারিপুত্তের সমীপে উপস্থিত হইতেই থের তাহাকে তাহার অতীত দুষ্কৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাঁহার নিকট তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, "আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সে পরিবারের ভিতর এমন একটিও লোক নাই যে, আমার নিমিত্ত পুণ্যকার্য্য বা শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে দানধ্যান করিতে পারে। আপনি দয়া করিয়া আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুন।" থের তাহার নিমিত্ত খাদ্য, পানীয় ও এক খণ্ড বস্ত্র ভিক্ষুকে দান করিলেন এবং এই দান করার ফলে সে প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেবজন্ম লাভ করিল। ইহার পর এক দিন সে তাহার দেবসুলভ ঐশ্বর্য্যভূষিত হইয়া সারিপুত্তের নিকট আগমন করিলে সারিপুত্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলে?" উত্তরে সে বলিল, "আপনি আমার নিমিত্ত যে খাদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আমি এই সকল স্বর্গীয় দ্রব্যের অধীশ্বরী হইয়াছি এবং যে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে নন্দরাজার বিজয়লব্ধ পরিচ্ছদ সমূহ অপেক্ষাও বহুমূল্য বহু বস্ত্র আমার অধিকারে আসিয়াছে। আপনার অনুগ্রহের দানই আমার এই সব সুখের কারণ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (Petavatthu Commentary, pp. 67—72)

মত্তা পেতী

শাবত্থী (শ্রাবস্তী) নামক স্থানে একজন বৌদ্ধ গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা এবং বুদ্ধ ও 'সঙ্ঘে' অবিশ্বাসী। বংশলোপের আশঙ্কায় সেই গৃহস্থ পুনরায় "তিস্সা" নাম্নী একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করে। বুদ্ধদেবের প্রতি "তিস্সার "অচলা ভক্তি ছিল, এবং সে শীঘ্রই স্বামীরও অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে তিস্সা একটি পুত্র প্রসব করিল। তাহার নাম রাখা হইল ভূত। গৃহকর্ত্রী হইয়া তিস্সা প্রত্যহ চারি জন ভিক্ষুকে দান করিত; কিন্তু গৃহস্থের বন্ধ্যা পত্নীটি ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি অতিমাত্রায় ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিল। একদিন স্নানের পর উভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় তাহাদের স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিস্সার প্রতি অনুরাগবশত স্বামী তিস্সার সঙ্গেই বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। স্বামীর এই পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া মত্তা কতকগুলি আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া সপত্নীর মস্তকে নিক্ষেপ করিল। এই সব দুষ্কৃতির জন্য

মত্তা মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রকারের লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগ করিতে লাগিল। এক দিন তিস্‌সা বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে স্নান করিতেছিল, এমন সময় প্রেতিনী মত্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পরিচয় প্রদান করিল, এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির জন্য সে যে সব লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, তাহাও বিবৃত করিল। তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মস্তকে এত আবর্জ্জনা কেন?" সে বলিল, "পূর্ব্বজন্মে তোমার মস্তকে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম—এ তাহারই পরিণাম।" তিস্‌সা মত্তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সমস্ত শরীর কচ্ছুগাছের দ্বারা আঁচড়াইতেছ কেন?" মত্তা বলিল, "আমরা উভয়ে একদিন ঔষধ আনিতে গিয়াছিলাম। তুমি ঔষধ আনিয়াছিলে, আমি কপিকচ্ছু আনিয়া তোমার বিছানার উপর বিছাইয়া রাখিয়াছিলাম—তাহারই ফলে আমাকে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে।" তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে বিবসনা দেখিতেছি কেন?" মত্তা বলিল, "একদা তুমি নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীর সহিত আত্মীয়ের গৃহে গমন করিতেছিলে, আমি তোমার বস্ত্র চুরি করিয়াছিলাম। সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ আমি এখন উলঙ্গ।" তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীর হইতে এরূপ অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে কেন?" সে বলিল, "তোমার মালা, গন্ধদ্রব্য, অনুলেপন ইত্যাদি বিষ্ঠায় নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার দেহের এই দুর্গন্ধ তাহারই পরিণাম।" ইহার পর মত্তা আরও বলিল, "দানধ্যানের দ্বারা আমি কোন পুণ্য অর্জ্জন করি নাই, তাই আমার দুর্দ্দশারও অন্ত নাই।" তখন তিস্‌সা বলিল, "স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলে আমি তোমাকে কিছু দান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব।" মত্তা বলিল, "আমার পরিধানে বস্ত্র নাই—আমি উলঙ্গ, সুতরাং আমাকে স্বামীর সম্মুখে আহ্বান করিও না।" তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি তোমার আর কি উপকার করিতে পারি?" প্রেতিনী তাহার নামে আট জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্য প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্য তিস্‌সাকে অনুরোধ করিল। তিস্‌সা তদনুযায়ী কার্য্য করিলে মত্তা প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তিস্‌সার সম্মুখে আবির্ভূত হইল এবং তাহাকে তাহার দানের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। (Petavatthu Commentary, pp. 82—89)

নন্দা পেত

শাবত্থীর নিকটে কোন গ্রামে নন্দসেন নামে একজন গৃহস্থ বাস করিত। তাহার স্ত্রী নন্দার বুদ্ধের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। সে অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ, রুক্ষ-মেজাজী রমণী ছিল, এবং সর্ব্বদা স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলের নামেই কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত। মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের প্রান্তে বাস করিতে লাগিল। এক দিন তাহার স্বামী যখন গ্রামের বাহিরে যাইতেছিলেন, সে পথে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামী তাহার পরিচয় পাইবার পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে, সে তাহার নিকট পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির কথা অকপটে বিবৃত করিল। স্বামী তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার এই উত্তরীয় বসন পরিধান কর এবং আমার সঙ্গে গৃহে চল। সেখানে তুমি অন্ন, বস্ত্র সমস্তই পাইবে এবং নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পাইবে।" নন্দা বলিল, "আমি তোমার নিকট হইতে এরূপ ভাবে কোন সাহায্যই গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে যদি আমার কল্যাণের জন্য তুমি ভিক্ষুদিগকে দান কর, তাহা হইলে আমার উপকার হইতে পারে।" নন্দসেন প্রেতিনীর অনুরোধ অনুসারে কার্য্য করিলে সে তাহার দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 89—92)

ধনপাল পেত

ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'দশন্ন' প্রদেশের অন্তঃপাতী 'এরকচ্ছ' সহরে একজন কৃপণ এবং ধর্ম্মে অবিশ্বাসী লোক বাস করিত। বুদ্ধদেবের প্রতি তাহার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া সে এক মরুভূমিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার তালবৃক্ষপ্রমাণ দীর্ঘ দেহ যেমন কুৎসিত, তেমনই ভীষণদর্শন ছিল। প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া ৫৫ বৎসরকাল পর্য্যন্ত সে এক কণা খাদ্য বা এক বিন্দু জলও গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। ক্ষুধার তাড়নায় এবং পিপাসাতুর হইয়া সে যখন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তখনই গৌতম বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একদা শাবথী নগরের কয়েক জন বণিক পাঁচ শত শকট-বোঝাই বাণিজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া উত্তরাপথে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এক দিন সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে শকট থামাইয়া তাহারা রাত্রির মত বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পেতটি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ঝড়ে উৎপাটিত তালবৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া দুঃখে ও যাতনায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। বণিকেরা তাহাকে তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি পূর্ব্বজন্মে বণিক ছিলাম। আমার নাম ছিল ধনপাল। আমার আশী শকটপূর্ণ স্বর্ণ এবং আরও অপর্য্যাপ্ত মহামূল্য মণিমাণিক্য ছিল। কিন্তু এত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও আমি সৎকার্য্যের জন্য কখনও কিছু ব্যয় করিতাম না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি ভোজন করিতাম এবং কোন লোক আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তাহাকে কুৎসিত ও কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। এমন কি, অন্য লোককে দানধ্যান করিতে দেখিলেও তাহাদিগকে নিষেধ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। এই সমস্ত দুষ্কার্য্য দ্বারা আমি কেবল অগণ্য পাপই সঞ্চয় করিয়াছি; কিন্তু পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে, জীবনে কখনও এমন একটিও সৎকার্য্য করি নাই। আমার সেই সব দুষ্কৃতির জন্য আমাকে এখন এই সব দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।"

তাহার এই নিদারুণ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া বণিকগণ বিচলিত হইলেন এবং তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহার পাপের জন্য সে জল তাহার কণ্ঠনালী

দিয়া উদরস্থ হইতে পারিল না। অতঃপর বণিকেরা তাহার এই দুর্দ্দশা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার সদগতির জন্য যদি তোমরা বুদ্ধদেব বা তাহার শিষ্যগণকে কিছু দান করিতে পার, তবেই পেতলোক হইতে উদ্ধার পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে।" তাহারা পেতের অনুরোধ অনুসারে কাজ করিলে, সে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 99—105)

উরগ পেত

শ্রাবস্তী নগরে একজন উপাসক বাস করিত। তাহার একটি পুত্র ছিল। সেই পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সে পুত্র-শোকে উন্মত্ত হইয়া গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য সমূহে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বের ন্যায় সে আর লোক-সমাজেও বাহির হইত না। বুদ্ধ এ ঘটনা জানিতে পারিয়া, একদিন উপাসকের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার শোক-মোচনের জন্য তাহার নিকট 'উরগ জাতকের' গল্প বিবৃত করিলেন। গল্পটি এই :—

একদা বারাণসীতে ধর্ম্মপাল নামে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিত। এই পরিবারের সকলেই মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করিত। কেহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণ তাহার জন্য শোক করিতে পরিবারস্থ সকলকেই নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া জমী চাষ করিতে গিয়াছিলেন। পুত্র জমীর শুষ্ক ঘাসে অগ্নি সংযোগ করিতেই অগ্নির দ্বারা ভীত হইয়া একটী কৃষ্ণবর্ণ সর্প তাহাকে দংশন করিল। ব্রাহ্মণ একজন পথিককে ডাকিয়া তাঁহার স্ত্রীকে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী যেন স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া একজনের উপযোগী অন্ন, মাল্য এবং অন্যান্য গন্ধ দ্রব্য লইয়া মাঠে উপস্থিত হন। পথিক ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার উপদেশ প্রতিপালন করিলেন। ব্রাহ্মণের পরিবারের লোকজনেরা ব্রাহ্মণের উপদেশের কখনও ব্যতিক্রম করিত না। ব্রাহ্মণ স্নান এবং আহার সমাপন করিয়া আপনাকে মাল্য-চন্দন ইত্যাদির দ্বারা ভূষিত করিলেন এবং পরিবার-পরিজন-পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের মৃত দেহ চিতার উপর স্থাপিত করিলেন। তাহার পর যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, এমনই ভাবে সকলে মিলিয়া একধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এই ব্রাহ্মণ-পুত্রই মৃত্যুর পর স্বর্গে 'শক্র' হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এবং 'বোধিসত্ত' হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পর পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের প্রতি করুণায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আপনি কি মৃগ-মাংস দগ্ধ করিতেছেন? যদি করেন তবে আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু মাংস দান করুন।" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"না—আমি মৃগ-মাংস দগ্ধ করিতেছি না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন

ছিল। আমি তাহাকেই দাহ করিতেছি।" ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"সত্যই যদি আপনি আপনার পুত্রকে দাহ করিতেছেন, তবে আপনাকে কিছুমাত্র বিচলিত দেখিতেছি না কেন? ইহা আমার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে।" ব্রাহ্মণ উত্তরে বলিলেন, "উরগ যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তেমনই মানুষের আত্মা দেহটার প্রতি কোন মমতা না রাখিয়াই চলিয়া যায়। পক্ষান্তরে শবদেহও বুঝিতে পারে না যে, তাহাকে দগ্ধ করা হইতেছে অথবা আত্মীয়-স্বজন তাহারই জন্য অশ্রু-বর্ষণ করিতেছে। এই সব বিবেচনা করিয়াই আমার পুত্রের কর্ম্ম যেখানে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে, সেখানে যাওয়ার জন্য আমি শোক করিতেছি না।" ব্রাহ্মণের উত্তর শুনিয়া 'শকক্' ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতাকে অনেক সময় কঠিন-চিত্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু মাতা যিনি অজস্র দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও পুত্রকে প্রতিপালন করেন তাঁহার চিত্ত কোমল না হইয়াই পারে না। আপনি মাতা হইয়াও পুত্রের শোকে রোদন করিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণী উত্তরে বলিলেন, "আমি না চাইতেই সে আমার গর্ভে আসিয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল এবং যাইবার সময় আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। তাহার দেহ যে দগ্ধ করা হইতেছে তাহাও সে টের পাইতেছে না। আত্মীয়-স্বজন যদি তাহার জন্য ক্রন্দন করে, তবে সে ক্রন্দন ধ্বনিও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে না। এই সব সত্য উপলব্ধি করিয়াই আমি তাহার জন্য রোদন বা শোক করিতেছি না। কেহই কর্ম্ম-ফলকে নিবারণ করিতে পারে না।" তাহার পর ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ভগ্নীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে শোকাতুরা দেখিতেছি না কেন? ভগ্নী যে ভ্রাতার প্রতি অতি-মাত্রায় স্নেহ-প্রবণ একথা ত সকলেই জানে!" ভগ্নী উত্তর দিল, "কাঁদিয়া কাঁদিয়া যদি আমার দেহকে ক্ষীণ ও শীর্ণ করিয়া তুলি তাহা হইলেও কিছু মাত্র ফল হইবে না। শোকের দ্বারা আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে কেবল মাত্র আত্মীয়-স্বজনেরই ক্ষোভের কারণ হইবে। সেই জন্যই আমিই তাহার জন্য শোক করিতেছি না। সে তাহার নিজের গন্তব্য পথেরই অনুসরণ করিয়াছে মাত্র।" ছদ্মবেশী তখন মৃতের পত্নীর কাছে গিয়া প্রশ্ন করিল,—"স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম বা অনুরাগ অত্যন্ত গভীর থাকে এবং স্বামী পরলোকে গমন করিলে পত্নী নিঃসহায় এবং বৈধব্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তুমি তোমার মৃত স্বামীর জন্য শোক বা রোদন করিতেছ না কেন?" স্ত্রী উত্তর দিলেন, "মৃত স্বামীর জন্য রোদন করার সহিত শিশুর চাঁদ ধরিবার জন্য রোদন করার কিছু মাত্র পার্থক্য নাই।" ইহার পর 'শকক', ব্রাহ্মণ-পুত্রের পরিচারিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মৃত প্রভু সম্ভবতঃ তোমার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিত। প্রভুর পরলোক গমনে, সেই দুর্ব্ব্যবহারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ বলিয়াই বুঝি তোমার চোখে শোকাশ্রুবিন্দু দেখিতে পাইতেছি না!" পরিচারিকা উত্তর করিল,—"যদিও সে আমার প্রভু-পুত্র ছিল তথাপি তাহার প্রতি আমার স্নেহ আমার নিজের পুত্রের অপেক্ষা কিছু মাত্র কম ছিল না।" ছদ্ম-

বেশী ব্রাহ্মণ তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি রোদন করিতেছ না কেন?" সে উত্তর দিল, "মৃৎপাত্র একবার ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাকে যেমন আর জোড়া লাগান যায় না, মৃতদেহেও তেমনি প্রাণ ফিরিয়া আসা অসম্ভব। সুতরাং কাঁদিয়া কোন লাভ নাই। 'শক্ক' তখন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলের কাছে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের সন্তোগের জন্য বহুবিধ উপহার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রাবস্তীর লপাসকের কাছে এই গল্পটি বর্ণনা করিয়া প্রভু তাহাকে শোকের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই গল্প হইতে আরও অনেক সত্য তাহার কাছে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। (Petevatthu Commentary, pp. 61—66.)

নাগ পেত

সম্‌কিচ্চ সাত বৎসর বয়সে মস্তক মুণ্ডন করিয়া 'অরহৎ' হয়। শিক্ষানবিশী 'সামণের' একটি বন-বিহারে সে ত্রিশজন ভিক্ষুর সহিত বাস করিত। এই ভিক্ষুদিগকে সে পাঁচশত দস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

সম্‌কিচ্চ দস্যুদিগকে প্রভুর উপদেশ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়া 'সামণের'র পদে উন্নীত করিয়াছিল। সে এই দস্যু দলকে সঙ্গে করিয়া বুদ্ধের নিকটেও লইয়া গিয়াছিল। সেখানে তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া এই সব দস্যুও 'অরহৎ' হয়। ইহার পর প্রভুর নিকট হইতে সম্পূর্ণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পাঁচ শত ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া সে, ইশি-পতনে গমন করে। সে সময় বারাণসীতে বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসবান একজন ধার্ম্মিক উপাসক বাস করিতেন। তিনি জন সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে কখনও কার্পণ্য করিতেন না।

এক ব্রাহ্মণের দুইপুত্র এবং এক কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর সহিত উপাসক বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। একদিন এই উপাসক তাহার বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সম্‌কিচ্চের নিকট গমন করিলেন। তাহাতে এই বন্ধুটির মনে বুদ্ধের প্রতি সামণের শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। উপাসক বন্ধুকে প্রত্যহ একজন করিয়া ভিক্ষুকে ভিক্ষাদানের জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণের রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া এ উপদেশ পালন করিতে সে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুকে ভিক্ষাদান করিতে তুমি যদি কিছুতেই রাজি না হও তবে আমাকে ভিক্ষা দিও এবং আমি তোমার হইয়া সেই ভিক্ষা ভিক্ষুদিগকে দান করিব।" ব্রাহ্মণ বালক এ প্রস্তাবে রাজি হইল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ বালকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভগ্নীও বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিল। তাহারা তিন জন মিলিয়া শমন এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপহার প্রদান করিত; কিন্তু তাহাদের পিতামাতা অবিশ্বাসীই রহিয়া গেল। তাহারা কাহাকেও ভিক্ষা দান করিত না। ইতিমধ্যে মাতুল পুত্রের সঙ্গে বালিকার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, কিন্তু এই পুত্রটি সম্‌কিচ্চর কাছে 'সামণের' হইয়াছিল।

কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সে তাহার মাতার গৃহেই অন্ন গ্রহণ করিত। মাতা তাহাকে অনবরত এই মনোনীত কন্যাটীর পাণি-পীড়নের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। এইরূপে উত্যক্ত হইয়া অবশেষে সে একদিন ব্রহ্মচর্য্য জীবন পরিত্যাগ করিবার জন্য সম্‌কিচ্চর অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বসিল। তাহার শীঘ্রই 'অরহৎ' হইবার সম্ভাবনা আছে দেখিয়া সম্‌কিচ্চ অন্ততঃ আর একটি মাস তাহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। একমাস পরে আরও এক পক্ষ কাল এবং এক পক্ষের পরে আরও এক সপ্তাহ কাল তাহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। ইতিমধ্যে ঘর চাপা পড়িয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী-তাহাদের দুই পুত্র এবং কন্যা সকলেই এক সঙ্গে মারা গেল। মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় ও কন্যাটি দেবতা হইয়া পৃথিবীতেই বাস করিত লাগিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী প্রেত-জন্ম লাভ করিল। প্রেত এবং প্রেতিনী হইয়া তাহারা উভয়ে পরস্পরকে লৌহদণ্ডের দ্বারা আঘাত করিত। এই আঘাতের ফলে তাহাদের দেহে স্ফোটকের আবির্ভাব হইত এবং সে গুলি ফাটিয়া যাইত। তাহাদের আহার্য্য ছিল পরস্পরের স্ফোটকের এই রক্ত এবং পুঁজ। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর, সেই 'সামণের' গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য গুরুর অনুমতি প্রার্থনা করিল। গুরু তাহাকে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে সূর্য্যাস্তের পর দেখা করিতে উপদেশ দিয়া, তখনকার মত বিদায় দিলেন এবং তাহার পরই তিনি ইশিপতন বিহারে ফিরিয়া গিয়া তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই ভ্রাতা এবং ভগ্নী এই বিহারটির সম্মুখ দিয়া যক্ষদের একটি সম্মিলনীতে যাইতেছিলেন এবং তাহাদের পিতামাতাও অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে পরস্পরকে লৌহ দণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে করিতে তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। সম্‌কিচ্চ সেই 'সামণের'কে এই দৃশ্যটি দেখাইলেন এবং তাঁহার আদেশ অনুসারেই সে তাহাদিগকে তাহাদের গত জীবনের কর্ম্ম-কাহিনী বিবৃত করিতে অনুরোধ করিল। তাহারা যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা হইতে সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ব্রাহ্মণ-দম্পতি তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার জন্য এই দুর্গতি ভোগ করিতেছে এবং তাহাদের পুত্র-কন্যারা ভাল কাজ ও দানের জন্য দেবতাদের ভিতর বাস করিয়া আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। এই সব দেখিয়া 'সামণের'-যুবকের পার্থিব জীবনের প্রতি এমন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িয়াছিল যে, সে অবশেষে 'অরহৎ' হইয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 53—61.)

মট্‌টকুণ্ডলি প্রেত।

মট্‌টকুণ্ডলি পেত শ্রাবস্তীর একজন মহাকৃপণ ব্রাহ্মণের পুত্র ছিল। পিতার কৃপণতার জন্য পুত্র বুদ্ধকে গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করা ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। তথাপি বুদ্ধকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করার জন্য সে দেবজন্ম লাভ করিয়াছিল। সমাধি ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তাহার জন্য তাহার পিতা প্রায়ই শোক করিতেন। এই

শোকের কবল হইতে পিতাকে মুক্তি দান করিবার জন্য একদিন প্রেতের ছদ্মবেশে সে সমাধি ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চন্দ্র সূর্য্যের জন্য ক্রন্দন সুরু করিয়া দিল। পিতা তাহাকে এইরূপ ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"যাহা কখনও লাভ করা যাইবে না সেই চন্দ্র সূর্য্যের জন্য তুমি কাঁদিতেছ কেন—তুমি কি উন্মাদ ?" প্রেত উত্তর করিল, "যে চন্দ্র সূর্য্যকে লাভ করিবার জন্য আমি রোদন করিতেছি, তাহাদিগকে তবু দেখা যায়, কিন্তু যে মৃত পুত্রের জন্য আপনি ক্রন্দন করিতেছেন তাহাকে একবার চোখের দেখাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন আপনি নিজেই বিচার করুন, আমাদের দুই জনার ভিতর কে বেশী নির্ব্বোধ।" এই কথায় পিতার শোক দূরীভূত হইল। পিতা তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেত তাহাকে তাহার আত্মপরিচয় প্রদান করিল এবং স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল। (Petavatthu Commentary, p. 92.)

যট্ঠিকূটসহস্স পেত

বারাণসীতে একজন পঙ্গু বসবাস করিত। সে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া যে কোন বস্তু বিদ্ধ করিতে পারিত। তাহার একজন ছাত্র তাহার নিকট হইতে এই বিদ্যাটি অর্জ্জন করে। বিদ্যাটি অব্যর্থ কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য, সে একদিন এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। সুনেত্ত নামক জনৈক পচ্চেক বুদ্ধ গঙ্গা-তীরে বসিয়াছিলেন। নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে তাঁহারই মস্তক বিচূর্ণ হইয়া গেল। পচ্চেক বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তপস্বীকে এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া জন-সাধারণ ছাত্রটিকেও হত্যা করিল। মৃত্যুর পর অবীচি নরকে দীর্ঘকাল দুঃখ-ভোগ করিয়া অবশেষে পাপের অবশিষ্টাংশ ভোগ করিবার জন্য রাজগৃহের নিকট সে প্রেতজন্ম লাভ করিল। তাঁহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রত্যহ তিনবার করিয়া তাহার মাথায় ৬০ সহস্র লৌহ তীর দেখা দিত। তখন, সে ভগ্ন-মস্তক হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। তাহার পর এই তীরগুলি অদৃশ্য হইলে, সে আবার তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইত। একদিন মহাত্মা মহামোগ্গল্লান গৃজ্ঝকূট পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিবার সময়, এই প্রেতটিকে দেখিতে পান এবং তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপও করিয়াছিলেন। (P. D. on the Petavatthu, pp. 282-286. Cf. D. Commentary, Vol. II, pp. 68-73).

শেট্ঠি-পুত্ত-পেত

কোশল রাজ পসেনদী নিশীথে চারিটি ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলেন—দু-সা-না-সো। পর-দিবস প্রত্যুষেই তিনি পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন এবং তিনি আসিলে রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই শব্দ-শ্রবণের পরিনাম কি ?" পুরোহিত মনে করিলেন ব্রাহ্মণদের ধন লাভের এই একটি অপূর্ব্ব সুযোগ। তিনি উত্তর দিলেন—

"ইহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়। আপনার জীবন এবং রাজ্যের বিপদ ও অর্থ হানির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু "সব্বচতুক্ক যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে বিপদের মেঘ কাটিয়া যাইতে পারে।" রাজা তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচারীদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন; কিন্তু রাণী মল্লিকা দেবী এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মতি দিলেন না। তিনি বহু প্রাণী হত্যার দ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে নিষেধ করিয়া, রাজাকে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবের কাছে উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। রাণীর পরামর্শ অনুসারে রাজা ভগবান্ বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন,—"এই চীৎকারে তোমার বিপদ্পাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। চীৎকার শব্দ চারি জন প্রেতের দ্বারা উত্থিত হইয়াছিল। তাহারা লৌহকুম্ভী নরকে শাস্তি ভোগ করিতেছে। এই চারিটি প্রেত পূর্ব্ব জন্মে রাজগৃহের শেঠীদের পুত্র ছিল। তাহারা পর-দার-নিরত ছিল। কখনও বালিকাদিগকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়া, তাহারা ব্যভিচার করিত, কখনও বা শঠতা বা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া আনিত। তাহাদের সেই সব পাপের জন্য আজ তাহারা নরক ভোগ করিতেছে। নরকের সর্ব্বনিম্নস্তরে পৌঁছিতে তাহাদের ৩০ হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে নরকের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইতেও তাহাদের ৩০ হাজার বৎসর আবশ্যক হইয়াছে। নরকের সর্ব্বোচ্চ অংশে উপস্থিত হইয়া সেখানকার অসহ্য যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার জন্য তাহারা প্রত্যেকে এক একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিয়াছিল। এই শ্লোকগুলির সমস্ত কথা শোনা যায় নাই—কেবল মাত্র প্রথম অক্ষরটাই শ্রুতিগোচর হইয়াছে।" এই বলিয়া বুদ্ধ নৃপতির কাছে শ্লোকগুলির সমস্ত পদ বিবৃত করিলেন। তাহার ভাবার্থ এই—"৬০ হাজার বৎসর হইতে আমরা নরকের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমাদের এ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার কি শেষ হইবে না? আমাদের পাপের সীমা নাই। সমস্ত জীবনটাই আমাদের দুষ্ক্রিয়ায় অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থেও আমাদের অভাব ছিল না আমরা কুকর্ম্মে তাহা অজস্র ব্যয় করিয়াছি। যদি কখন আমরা এখান হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি এবং মনুষ্যজন্ম লাভ করি, তবে দানের দ্বারা পুণ্য এবং বুদ্ধের আদেশ প্রতিপালনের দ্বারা আমরা প্রভূত পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করিব।" (Paramatthadipani on the Petavatthu, pp. 279—282. Cf Dhammapada Commentary vol. II, pp.10; Fausboll Jataka, vol. III, pp. 44-48.)

ভোগসমহর পেত

বুদ্ধ তখন বেলুবনে ছিলেন। চারিজন রমণী ফিরি করিয়া জিনিষ বেচিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। এই কাজে তাহারা কম মাপের ওজন ব্যবহার করিয়া লোক ঠকাইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না; সুতরাং তাহারা পুনর্জ্জন্ম লাভের সময় প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল। এই প্রেতিনীদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল রাজগৃহের চারিদিক বেষ্টন করিয়া

যে প্রাচীর উঠিয়াছে সেই প্রাচীরের উপরে। রাত্রিতে অসহ্য যন্ত্রণায় তাহারা চীৎকার করিয়া বলিত,—"ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া যে কোনও উপায়ে আমরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। সে অর্থ আজ অন্যে ভোগ করিতেছে, আর আমাদের অদৃষ্টে গভীর দুঃখ ছাড়া আর কিছুই মিলিতেছে না।" নগরের লোকেরা প্রেতিনীদের চীৎকারে ভীত হইয়া বুদ্ধকে পূজা, অর্ঘ্য প্রদান করিল এবং তাহার পর তাঁহাকে এই চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "চীৎকার তোমাদের কোনরূপ অসুবিধা বা অপকার করিতে পারিবে না। চারিজন প্রেতিনী তাহাদের দুঃখের জন্য রোদন করিতেছে।" (P. D. on the Petavatthu pp. 278-79).

আক্খরুক্খ পেত

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে ছিলেন, তখন তথাকার একজন উপাসক গাড়ী বোঝাই পণ্য লইয়া বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় শেষ করিয়া এবং সেখান হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া, তিনি শ্রাবস্তীর অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটী বনের ভিতর তাঁহার গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। একটি লোক কুঠার হস্তে বনের ভিতর গাছ কাটিতে যাইতেছিল। বণিকের এই অসহায় অবস্থা তাহার মনের ভিতর করুণার উদ্রেক করিল। সে একটি গাছ কাটিয়া তাহার দ্বারা গাড়ীখানি মেরামত করিয়া দিল। মৃত্যুর পর এই কাঠুরিয়া দেবজন্ম লাভ করিয়াছিল। সে এই পৃথিবীতেই বাস করিত। নিজের সৎকার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া উপাসকের বাড়ীর সম্মুখে এক দিন সে একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিল। শ্লোকটির সার মর্ম্ম এইরূপ,— "দয়ার কাজ কেবল পরজন্মেই পুরস্কৃত হয় না, তাহার পুরস্কার ইহলোকেও পাওয়া যায়। দয়ার দ্বারা দাতা এবং গৃহীতা উভয়েই বাঁচিয়া যায়। জাগ—অলস হইও না।" (P. D. on the Petavatthu, pp. 277-278).

অম্ব পেত

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে বাস করিতেছিলেন, তখন একজন গৃহস্থ অত্যন্ত দরিদ্র দশায় পতিত হয়। এই অবস্থায় একটিমাত্র কন্যা রাখিয়া তাহার পত্নী মারা যায়। কন্যাটিকে একজন বন্ধুর আশ্রয়ে রাখিয়া একশত কহাপণ কর্জ্জ করিয়া সে ব্যবসা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। ব্যবসায় মূলধনের উপরে পাঁচশত কহাপণ লাভ করিয়া সে গৃহে ফিরিতেছিল; এমন সময়ে পথে একদল দস্যুর হাতে নিপতিত হইল। একটি ঝোপের ভিতর টাকা নিক্ষেপ করিয়া সে পাশেই আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। দস্যুরা তাহার প্রাণ সংহার করিয়া চলিয়া গেল। মৃত্যুর পর বণিকটি তাহার অর্থ-গৃধ্নুতার জন্য প্রেতযোনি-প্রাপ্ত হইয়া সেইখানেই বাস করিতে লাগিল।

বণিকের কন্যার কাছে এ দুঃসংবাদ পৌঁছিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। পিতার মৃত্যুতে সে শোকাকুল হইয়া করুণভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পিতার যে বন্ধুটির গৃহে সে এতদিন বাস করিতেছিল, তিনি তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন এবং তাহাকে চিরদিন পিতার ন্যায়ই প্রতিপালন করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেও ত্রুটি করিলেন না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা অনুভব করিয়া বালিকাটিও পিতৃবন্ধুর সেবা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পিতার শ্রাদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সে চাউলের সুস্বাদু মণ্ড তৈয়ারী করিল এবং কিছু ভাল আম্র সংগ্রহ করিয়া আনিল। এই সমস্ত দ্রব্য বুদ্ধ এবং সঙ্ঘের সেবায় ব্যয় করিয়া সে প্রার্থনা করিল, তাহার পিতা যেন দানের পুণ্যটুকু সম্ভোগ করিতে পারেন। বুদ্ধও তাহার এই প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। ফলে বণিকের পরলোকগত আত্মা একটি সুন্দর গৃহের অধীশ্বর হইল। একটি কল্পবৃক্ষ-যুক্ত চমৎকার আম্র কানন এবং একটি সুন্দর পুষ্করিণী এই গৃহের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেক অপার্থিব জিনিষ বণিকের করায়ত্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে শ্রাবস্তীর একদল বণিক সেই পথে যাইবার সময় সেখানে একরাত্রি অবস্থান করে। একখানি বিমানে প্রেত তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"এই সুন্দর পুষ্করিণী, এত চমৎকার স্নানের ঘাট, সমস্ত ঋতুতে ফলবান এই আম্র কানন, এই বিমান—এসব কোথা হইতে লাভ করিয়াছ?" প্রেত উত্তর করিল, "আমার কন্যা চাউলের মণ্ড এবং আম্র বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন এবং তাহারই বিনিময়ে আমি এই সমস্ত দ্রব্য লাভ করিয়াছি। তাহারপর প্রেত এতদিন ধরিয়া যে অর্থের পাহারা দিয়া আসিতেছিল, তাহার অর্দ্ধেক তাহার কন্যার জন্য তাহাদের সঙ্গেই প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিল, এই অর্থের দ্বারা প্রথমে তাহাকে ঋণ-মুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর অবশিষ্ট অংশ তাহার কন্যা, তাহার নিজের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করিবে।" (P. D. on the Petavatthu, pp. 273-276.)

পাটলিপুত্ত পেত

শ্রাবস্তী এবং পাটলিপুত্রের কয়েকজন বণিক জাহাজে করিয়া সুবর্ণভূমিতে গমন করিতেছিল। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে একজন উপাসকের মৃত্যু হয়। কোনও রমণীর প্রতি গভীর আসক্তি থাকায় মৃত্যুর পর অনেক সৎকার্য্য সত্ত্বেও সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমুদ্রের উপরে বিমান প্রেতরূপে সে বিচরণ করিত এবং তাহার হৃদয় তখনও সেই বালিকার প্রতি আসক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। ঘটনাচক্রে যে জাহাজে করিয়া বণিকেরা সমুদ্র-যাত্রা করিতেছিল, সেই জাহাজেই প্রেতের প্রণয়-পাত্রী সেই রমণীটিও ছিল। সুতরাং ঐ ভালবাসার পাত্রীটিকে লাভ করিবার জন্য, প্রেত তাহার দৈবীশক্তি দ্বারা জাহাজের গতি বন্ধ করিয়া দিল। জাহাজের গতি বন্ধ হইবার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বণিকেরা জানিতে পারিল যে, এ প্রেতের কাজ এবং নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য তাহারা রমণীটিকে

একটি বাঁশের ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে ভাসাইয়া দিল। তাহাকে পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজ খানিও দ্রুতবেগে সুবর্ণভূমির অভিমুখে ছুটিল। ইহার পর প্রেত আসিয়া ঐ রমণীকে তাহার নিজের আলয়ে লইয়া আসিল এবং সেখানে তাহাদের দিন পরম সুখেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু একবৎসর পরে রমণীর চিত্ত আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। সে স্থান পরিত্যাগের জন্য উৎসুক হইয়া কহিল, "প্রিয়তম এখানে আমি এমন কিছুই করিতে পারিতেছি না যাহাতে আমার পারলৌকিক উপকার হয়। আমাকে তুমি পাটলিপুত্রে লইয়া চল।" উত্তরে প্রেত বলিল, "তুমি নরকও দেখিয়াছ, জীব জগতও দেখিয়াছ। প্রেত, অসুর, মানুষ, দেবতা ইত্যাদিও তোমার অ-দৃষ্ট নাই। ভাল এবং মন্দ কাজের ফলও তুমি চোখের উপরেই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তোমার অনুরোধ অনুসারে তোমাকে আমি পুণ্য কাজ করিবার জন্য পাটলিপুত্রে পৌছাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" রমণী কহিল, "তুমি আমার কল্যাণেচ্ছু। আমি তোমার উপদেশ অনুসারেই সেখানে পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। তুমি যে সব জিনিষের উল্লেখ করিলে, আমি সত্য সত্যই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" ইহার পর প্রেত সেই নারীকে আকাশ পথে পাটালিপুত্রে রাখিয়া আসিল। তাহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা মনে করিতেছিলেন, সে সমুদ্রে মারা গিয়াছে; সুতরাং এখন তাহাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। (P. D. on the Petavatthu, pp. 271-73.)

গণ পেত

শ্রাবস্তীতে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া গণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহারা ভগবান বুদ্ধকে বিশ্বাস করিত না। তাহারা অত্যন্ত কৃপণ ছিল এবং খোস-মেজাজে যাহা খুসী তাহাই করিত। মৃত্যুর পর তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল এবং শ্রাবস্তীর নিকটেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল। একদিন মহাত্মা মহামোগ্গল্লান শ্রাবস্তীতে ভিক্ষায় বাহির হইয়া রাস্তায় তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের এই উলঙ্গ কুৎসিত মূর্ত্তি এবং ক্ষীণ দেহের কারণ কি? কেন তোমরা কেবলমাত্র কঙ্কালে পরিণত হইয়াছ?" প্রেতেরা উত্তর দিল, "আমাদের এই দুর্দ্দশা আমাদের নিজেদেরই পাপেরই পরিণাম। তখন মহামোগ্গল্লান আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাক্যে, দেহে, মনে তোমরা কি পাপ করিয়াছ? এ শাস্তি তোমাদের কোন্ অপরাধের ফল?" প্রেতেরা উত্তর দিল, "আমরা যদি নদী তীরে জল পান করিতে যাই, তবে নদীর জল শুকাইয়া যায়; গরমের সময় আমরা যদি ছায়া-শীতল বৃক্ষ তলে উপবেশন করি তবে আমাদের উপর উত্তপ্ত বাতাস বহিতে আরম্ভ করে, সে স্থানে আর আমরা টিকিতে পারি না। ক্ষুৎপীড়িত হইয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াও আমাদের খাদ্যের সন্ধান মেলে না, অবশেষে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমরা ভূমিতলে লুটাইয়া পড়ি। জীবনে সৎকার্য্য করি নাই বলিয়াই আমরা এখানে এত যন্ত্রণা সহ্য

করিতেছি ; আমরা যদি পৃথিবীতে আবার মনুষ্য দেহ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিব।" মহামোগ্‌গল্লান বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছিলেন। (P. D. on the Petavatthu, pp. 269-271).

গূথখাদক পেত

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে কোন এক গ্রামে একজন ধনী ব্যক্তি কোন ভিক্ষুর জন্য একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ধনী পরিবারের সহিত এই ভিক্ষুটির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই বিহারে নানা দিগ্দেশ হইতে ভিক্ষুরা সমবেত হইত। গ্রামের লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে এই সব ভিক্ষুকে খাদ্য পানীয়ের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিত। ইহাতে সেই ভিক্ষুটির মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। সে অভ্যাগত ভিক্ষুদের কুৎসা করিয়া গৃহস্থের দ্বারা তাহাদিগকে অবমানিত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। ইহার পর সেই ভিক্ষুটি তাঁহার পাপের জন্য বিহারের 'বচ্ছকুটিতে' (পায়খানায়) এবং সেই গৃহস্থ মৃত্যুর পরে উহার উর্দ্ধদেশে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিল। একদিন মহামোগ্‌গল্লান এই গৃহস্থ প্রেতটিকে দেখিতে পাইয়া তাহার সেই ন্যক্কারজনক স্থানে বাস করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেত উত্তরে বলিল, "আমার পারিবারিক পুরোহিত ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া অন্য কোনও ভিক্ষুর আমার নিকট আগমন করা পছন্দ করিতেন না। তাহার প্ররোচনায় আমি কয়েক জন ভিক্ষুকে অপমানিত করিয়াছিলাম। আমার সেই পাপের জন্য আমি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি।" মহাত্মা মহামোগ্‌গল্লান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার সেই পারিবারিক পুরোহিতের কি শাস্তি হইয়াছে ?" প্রেতযোনি-প্রাপ্ত গৃহস্থ উত্তর করিল, "সেও পায়খানার নিম্নে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাহাকে আমার সেবাও করিতে হয়। এখানে আমরা বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি। আমি অন্যের পরিত্যক্ত ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করি ; আর সে আমার ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া মহামোগ্‌গল্লান বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন।" (P. D. on the Petavatthu, pp. 266—269).

সানুবাসি পেত

অতীতকালে বারাণসীতে কিতব নামে একজন রাজা বাস করিতেন। তাহার পুত্র বাগানে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় সুনেত্ত নামক জনৈক পচ্চেক বুদ্ধ গৃহ হইতে যেমন ভিক্ষার্থে বাহির হইতেছেন, অমনই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাজ-কীয়-শক্তি গর্ব্বে স্ফীত রাজ পুত্র চিন্তা করিলেন, কেমন করিয়া একজন মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষুক তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়াই চলিয়া যায় ? যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি হস্তী

হইতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে ভিক্ষা পাইয়াছে কি না।" তাহার পর ভিক্ষা পাত্রটি কাড়িয়া লইয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। পাত্রটি শত খণ্ডে বিচূর্ণ হইয়া গেল। এরূপ ব্যবহারেও কিন্তু ভিক্ষুর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি মনের পরিপূর্ণ আনন্দে সদয় নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন, "তুমি জান—আমি রাজা কিতবের পুত্র। এরূপ ভাবে আমার দিকে তাকাইয়া তুমি আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।" তাহার পর তাহাকে উপহাস করিয়া রাজপুত্র চলিয়া গেলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই নরকাগ্নির জ্বালার মত একটি তীব্র জ্বালা দেহের ভিতর অনুভব করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর পর অবীচি নরকে সহস্র বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় কুণ্ডি নগরের নিকটে কৈবর্ত্তদের অর্থাৎ মৎস্যজীবীদের এক গ্রামে তাহার আবার জন্ম হয়। এ জন্মে তাহার ভিতর পূর্ব্বজন্মের জ্ঞানও বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের যন্ত্রণার কথা স্মরণ কয়িয়া সে তাহার আত্মীয় মৎস্যজীবীদের সহিত কখনও মৎস্য ধরিতে গমন করিত না। ববং তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, জাল ছিঁড়িয়া ধৃত মৎস্যগুলিকেই পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দিত। তাহার এইরূপ কার্য্যকলাপে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কেবলমাত্র তাহারই একটি ভাই তাহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শনে বিরত হইল না। এই সময়ে মহাত্মা আনন্দ কুণ্ডিনগরে উপস্থিত হইয়া সানুবাসি পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন। গৃহ-বিতাড়িত এই কৈবর্ত্তটি ঘুরিতে ঘুরিতে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের সময় যেখানে আনন্দ বাস করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল। আনন্দ তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া আহার প্রদান করিলেন এবং তাহার পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রব্রজ্যাতে দীক্ষিত করিয়া বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। বুদ্ধের অনুগ্রহ তাহার উপর বিশেষ ভাবেই বর্ষিত হইল; কিন্তু সে কোনরূপ সৎকার্য্য করে নাই বলিয়া, বুদ্ধ তাহার উপর ভিক্ষুদের জলপাত্র পূর্ণ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। তাহাকে এই ভারগ্রহণ করিতে দেখিয়া উপাসকেরা তাহার আহার্য্য সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিল। পরবর্ত্তীকালে এই কৈবর্ত্ত-পুত্রই সানুবাসি পর্ব্বতে তাহার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১২ হাজার ভিক্ষুর একটি সঙ্ঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার মৎস্যজীবী আত্মীয়দের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত। কোনও সৎকার্য্যের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় না করায়, তাহাদিগকে মৃত্যুর পরে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল। তাহার পিতা মাতাও প্রেতজন্ম লাভ করিয়াছিল। তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য লজ্জায় তাহার সম্মুখীন হইতে না পারিয়া, যে ভ্রাতাটি তাহার প্রতি সদয় ছিল অবশেষে একদিন তাহাকেই তাহারা ভিক্ষুর নিকট প্রেরণ করিল। প্রেত ভ্রাতা দেবোপম ভ্রাতার নিকটে গমন করিয়া পিতামাতার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিল এবং তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করিল না। সে তখন তাহার নিজের এবং শিষ্যদের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ তাহার পিতামাতা এবং আত্মীয় স্বজনের নামে দান করিলেন এবং

সঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া তাহার পুণ্য তাহাদের নামে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই সৎকার্য্যের পুণ্য যেন আমার আত্মীয়েরা ভোগ করে এবং তাহারা যেন সুখী হয়।" ইহার পরেই প্রেতেরা ভাল খাদ্য এবং পানীয় লাভ করিল; কিন্তু তখনও বস্ত্র তাহাদের ভাগ্যে জুটিল না। প্রেতেরা থেরকে পুনরায় বস্ত্রলাভের অনুরোধ জানাইতেই, তিনি বহু ছিন্ন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া সঙ্ঘকে দান করিলেন এবং দানের পুণ্য তাহার আত্মীয়দের নামে উৎসর্গ করিলে তাহারা বস্ত্রলাভ করিল। তাহার পর তাহারা বাসস্থানের প্রার্থনা করিল। থের পাতার কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সঙ্ঘকে দান করিয়া দানের পুণ্য তাহাদের নামে উৎসর্গ করিলেন। ইহাতে প্রেতেরা বাসস্থান লাভ করিল। প্রেতেরা অবশেষে এই উপায়ে ভাল যানাদি ব্যবহারের সুবিধাও লাভ করিয়াছিল। ইহার পর প্রেতেরা সকলে সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিয়া থেরকে উপাসনা করিয়াছিল। (P. D. on the Petavatthu, pp. 177—180).

কিতব রাজপুত্রের এই গল্পটি 'রাজপুত্ত-পেত কথাতে'ও বর্ণিত হইয়াছে। তাহার রাজপুত্ত এবং সানুবাসি পেত কথায় যে রাজপুত্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে—ইহারা উভয়েই এক ব্যক্তি। (P. D. on the Petavatthu, pp. 263—266.)

সারিপুত্ত থেরস্‌স মাতু পেতী

যে জন্মে সারিপুত্তের বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ হইয়াছিল তাহারই পূর্ব্বে এই প্রেতিনীটি সারিপুত্তের মাতা ছিলেন। এক সময়ে যখন মহামোগ্‌গল্লান, সারিপুত্ত এবং অন্যান্য কয়েক-জন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী কোনও তপোবনে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসী নগরে একজন ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগকে বহুমূল্য ধন রত্নাদি দান করা এবং তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এই ব্রাহ্মণের নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ছিল। একদা হঠাৎ কোন কারণে তাঁহাকে অন্যত্র গমন করিতে হইল। বারাণসী পরিত্যাগের পূর্ব্বে স্বীয় পত্নীকে তাঁহার অনুপস্থিতি কালেও তাঁহার যাবতীয় দান ধ্যান এবং সদনুষ্ঠান গুলির ধারা রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব অকুণ্ঠিত ভাবে পালন করিতে রাজি হইলেও ব্রাহ্মণ-পত্নী স্বামীর বারাণসী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভিক্ষুদিগের দান বন্ধ করিয়া দিলেন। পরিব্রাজকগণ আশ্রয়প্রার্থী হইলে, ভগ্ন এক অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের ভিতর তাহাদের আশ্রয় স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। কেহ খাদ্য ও পানীয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "বিষ্ঠা এবং পূঁজ তোমাদের আহার্য্য হউক, রক্ত ও মূত্র তোমাদের পানীয়ের স্থান অধিকার করুক।" তাহার এইরূপ পাপ কার্য্যের ফলে মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল। তাহার রূঢ় বাক্যের জন্য তাহার যন্ত্রণার অবধি রহিল না। পূর্ব্ব জন্মে সারি-পুত্তের সঙ্গে যে তাহার একটা সম্বন্ধ ছিল তাহা তাহার স্মরণ ছিল। এক্ষণে সারিপুত্তের

সাহায্যে তাহার যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইতে পারে, ইহাই ভরসা করিয়া সে বনস্থিত বিহারে উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাকে বিহারে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইল না; কিন্তু পরে সে পূর্ব্ব জন্মে সারিপুত্তের জননী ছিল বলিয়া পরিচয় দিলে, বিহারের প্রবেশ পথ তাহার নিকট উন্মুক্ত হইল। সে সারিপুত্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "এখন হইতে পঞ্চম জন্ম পূর্ব্বে আমি তোমার জননী ছিলাম, এখন আমি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ক্ষুধাতুর ও তৃষ্ণায় কাতার হইলে নানা জঘন্য পদার্থ আমাকে পান ও আহার করিতে হয়। হে পুত্র! তুমি আমার প্রতি সদয় হও এবং আমার নামে কিছু দান করিয়া আমাকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান কর।" সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান অন্যান্য ভিক্ষু-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষার জন্য রাজা বিম্বিসারের নিকট গমন করিলেন। রাজা তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মোগ্‌গল্লান তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাজা তদীয়মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া কাননের ছায়া-শীতল অংশে চারিটি মঠ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং এই আশ্রমে উত্তম পানীয়ের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজার আজ্ঞায় তিনটি করিয়া প্রকোষ্ঠ-সম্বলিত আরও চারিটী আশ্রম নির্ম্মিত হইল এবং এগুলিতে প্রচুর খাদ্য-পানীয় ও বস্ত্রাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইল। রাজা এই মঠগুলি সারিপুত্তকে দান করিলে, তিনি আবার প্রেতিনীর মঙ্গলার্থ বুদ্ধদেবের অধীনস্থ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সেগুলি দান করিলেন। প্রেতিনী এই দান অনুমোদন করিয়া দেবলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। (P. D. on the Petavatthu pp. 78—82). পরে মহামোগ্‌গল্লেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সে তাহার পুত্রের দানের জন্য যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পাইয়াছে তাহা বলিয়াছিল।

রথকারী পেত

কাস্‌সপ বুদ্ধের সময় নানা প্রকারের পুণ্যকর্ম্মনিরতা এক পরম ধার্ম্মিকা রমণী ছিলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বুদ্ধ এবং ভিক্ষুদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং সেখানে তাঁহাদিগকে পান-ভোজন করাইয়া অট্টালিকাটি সঙ্ঘের নামেই উৎসর্গ করিয়া দিলেন। মৃত্যুর পর এই রমণী তাঁহার কয়েকটি অসৎ কার্য্যের জন্য হিমালয়ের রথকার হ্রদের নিকট বিমান প্রেতিনী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব জন্মে কিন্তু সঙ্ঘের নামে গৃহ উৎসর্গ করিয়া তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেম তাহারই ফলে এই প্রেত জন্মে তিনি এক সুন্দর প্রাসাদ, একটি চমৎকার পুষ্করিণী এবং একখানি মনোরম উদ্যানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহের কান্তিও ছিল স্বর্গের ন্যায় উজ্জ্বল এবং তাহার সৌন্দর্য্যও ছিল অপরূপ। কিন্তু এখানে স্বর্গ-সুলভ জাঁকজমকের ভিতর বাস করিলেও তাহার দীর্ঘ রাত্রি গুলি পুরুষ সঙ্গীর অভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গী সংগ্রহের জন্য নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি একটি উৎকৃষ্ট এবং পরিপক্ক আম্র নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভাবিলেন, যে ব্যক্তি এই আমটি

কুড়াইয়া পাইবে তাহার পক্ষে উহা কোথা হইতে আসিল তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠা অসম্ভব না-ও হইতে পারে। (P. D. on the Petavathu pp. 186-191).

এই গল্পটির অন্যান্য বিবরণ কন্নমুণ্ড পেতবত্থুর বিবরণের অনুরূপ। সে বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কস্‌সপ বুদ্ধের সময় কিম্‌বিল নগরে একজন উপাসক বাস করিত। সে সোতাপত্তির অবস্থায় অর্থাৎ প্রব্রজ্যার প্রথম স্তরে উপনীত হইয়াছিল। তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী আরও পাঁচ শত উপাসকের সহিত মিশিয়া সে নানা প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। মঠ বা সেতু নির্ম্মাণ করা, দীন-দরিদ্রদের জন্য অর্থ সংগ্রহ এইগুলিই ছিল তাহার কাজ। তাহারা একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াও সঙ্ঘের নামে উৎসর্গ করিয়াছিল। সময় সময় তাহারা এই বিহারে গমন করিত। এই সব সৎকার্য্যে তাহারা তাহাদের পত্নীদের সাহায্য হইতেও বঞ্চিত হইত না। এমন কি তাহাদের পত্নীরা অনেক সময় বিহারেও গমন করিত এবং সেখানে মনোরম উদ্যানে বসিয়া বিশ্রাম করিত। একদা জন কত দুষ্ট চরিত্রের লোক উপাসকদের পত্নীদিগকে বাগানে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইল। কিন্তু তাহারা যে ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সচ্চরিত্র একথাও তাহারা জানিত। সুতরাং তাহাদের কাহারও পক্ষে ইহাদের একজনকেও বিপথগামিনী করা সম্ভবপর কি না ইহাই লইয়া তাহাদের ভিতর বিতর্কের সৃষ্টি হইল। বদমাইসদের একজন বলিল, "আমি একজন উপাসিকাকে বিপথ-গামিনী করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই সর্ত্তে যে, সমর্থ হইলে আমাকে তোমাদের এক হাজার মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য পরাজিত হইলে আমি নিজেও তোমাদিগকে উক্ত সংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিব।"

অর্থের মোহে অভিভূত হইয়া সে একটি সঙ্গীত রচনা করিল এবং সাততারায় ঝঙ্কার দিয়া সুরের তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত গায়িতে সুরু করিয়া দিল। এই ভাবে উপাসিকাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া অবশেষে একজন উপসিকাকে প্রলুব্ধ করিতেও সে সমর্থ হইয়াছিল। ইহার পর বাজী জিতিয়া সে সহস্র মুদ্রা লাভ করিবা মাত্র, যাহারা মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল তাহারা রমণীটির চরিত্রের কথা তাহার স্বামীকে জানাইয়া দিল। স্বামী যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে সত্য সত্যই অপরাধিনী কি না?" তখন সে অম্লান বদনে অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বসিল এবং নিকটে দণ্ডায়মান একটি কুকুরের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "যদি আমি সত্য সত্যই দোষী হই তবে যেন জন্ম জন্ম ঐ কুকুরটির ন্যায় একটি কাল এবং কর্ণ বিহীন কুকুর আমার মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে।" অন্যান্য রমণীদিগকেও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সমস্ত জানিয়া অধঃপতিতা রমণীটীর সম্পর্কে কোন কথাই ব্যক্ত না করিয়া, বরং শপথ করিয়া বলিল,—"তাহারা যদি এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানে তবে তাহারা যেন জন্মে জন্মে পরিচারিকার পদমর্য্যাদা লাভ করে।" নিজের দুষ্কৃতির চিন্তার ভারে

উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে রমণীটি প্রাণত্যাগ করিয়া কন্নমুণ্ড হ্রদের ধারে 'বিমান পেতী' হইয়া বাস করিতে লাগিল। তাহার আবাস গৃহটি পুষ্করিণী-ঘেরা অতি সুন্দর উদ্যানের ভিতর নির্ম্মিত ছিল এবং তাহার সেই পাঁচশত সঙ্গিনীও মৃত্যুর পর তাহারই পরিচারিকা-রূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিল। রমণী দিনে নানারকমে সুখ-ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিত বটে, কিন্তু প্রত্যহ নিশীথ রাত্রে তাহাকে পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত এবং একটি ভীষণ-দর্শন কাল কর্ণ-বিহীন কুকুর তাহাকে দংশন করিতে করিতে পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিত। তাহার পর জল হইতে উঠিয়া আসিলেই সে আবার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইত। এইরূপে পাঁচশত পরিচারিকা পরিবৃত হইয়া সে দীর্ঘকাল ধরিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু কোন পুরুষ সঙ্গী না পাইয়া সমস্ত রমণীর মনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা একদিন নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই নদীটি কন্নমুণ্ড হ্রদ হইতে প্রবাহিত হইয়া পাহাড়ের একটি সংকীর্ণ পথে গঙ্গায় গিয়া পতিত হইয়াছে। রমণীদের গৃহের সন্নিকটে একটি অদ্ভুত আম্রবৃক্ষ ছিল। তাহারা সেই বৃক্ষ হইতে কয়েকটি আম লইয়া জলে নিক্ষেপ করিয়া ভাবিল,— এই আমগুলি যাহারা কুড়াইয়া পাইবে তাহারা হয়ত তাহাদের সন্ধানে আসিতে পারে। স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে একটি আম বারণসীতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং বারণসীর রাজা তাহা কুড়াইয়া পাইলেন। তিনি আমটি কাটিয়া একখণ্ড কারাগারের একটি তস্করকে প্রথমে আস্বাদ করিতে প্রদান করিলেন। সে বলিল, "উহার আস্বাদ অতি চমৎকার।" রাজা তাহার পর তাহাকে আর এক খণ্ড প্রদান করিলেন। সে খণ্ড আহার করিতেই তাহার দেহ হইতে জরার সমস্ত লক্ষণ দূরীভূত হইয়া যৌবন-শ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহার পর রাজা নিজে আম্রের অবশিষ্টাংশ ভোজন করিলেন এবং ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভিতর একটি পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া একজন কানন-পালককে আম্রের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। কানন-পালক পথে তিনজন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া যেখানে রমণীরা বাস করিতেছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার এমন কোন সুকৃতি ছিল না যাহার দ্বারা, সে এই স্থানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। সুতরাং সে ভীত হইয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজাকে সেই অদ্ভুত বিবরণ জ্ঞাপন করিল। রাজার মনে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠায়, রাজা তৎক্ষণাৎ সেই কানন-পালকের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা আম্রের আস্বাদন করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। রমণীরা তাঁহার সহিত কেলি-কৌতুকে মত্ত হইল। রাজা সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। অবশেষে একদিন বিমান পেতীর পুষ্করিণীর ধারে মধ্য রাত্রিতে গমন করিয়া কুকুর কর্ত্তৃক বিমান পেতীর দংশন ব্যাপার দৃষ্টি গোচর করিলেন। রাজা তীর নিক্ষেপ করিয়া কুকুরটিকে হত্যা করিলেন এবং রমণীটি জলে স্নান করিয়া পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লাভ করিল। রাজা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে রাজার নিকট

তাহার পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়াছিল। (P. D. on the Patavatthu, pp. 150 foll.) ইহার পর বিরক্ত হইয়া রাজা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। প্রেতিনী তাহার এই ইচ্ছার তীব্র প্রতিবাদ করিলেও অবশেষে তাঁহাকে বারাণসীতে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হয়। রাজাকে পরিত্যাগ করিবার সময় সে করুণস্বরে রোদনও করিতে লাগিল। রাজার মনও অবিচলিত ছিল না। অতঃপর আবেগ বশে তিনি অনেক দান-ধ্যানের কাজ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার প্রচুর পুণ্য অর্জ্জিত হয়।

অঙ্কুর পেত

উত্তর মথুরার রাজার দশটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই পুত্রকন্যার ভিতর সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন অঙ্কুর। তাঁহারা দশভাই রাজধানী অসিতঞ্জনা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারাবতী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ নিজেদের অধিকারে আনিয়া দশভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। রাজ্য ভাগ করিবার সময় তাঁহারা ভগ্নী অঞ্জনদেবীর কথা একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন ; সুতরাং ভাগ হওয়ার পর দেখা গেল, ভগ্নীর জন্য কোন অংশ অবশিষ্ট নাই। অঙ্কুর ভগ্নীকে তাহার প্রাপ্য অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে তাঁহার নিজের অংশ দান করিয়া ভ্রাতাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে মনস্থ করিলেন। অঙ্কুর অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কেবলমাত্র ব্যবসায় মনোনিবেশ না করিয়া তিনি দান ধ্যানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার একটি ক্রীতদাস তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর আসনে অধিষ্ঠিত থাকিলেও অত্যন্ত অর্থলোভী ছিল। অঙ্কুর দয়াপরবশ হইয়া একটি সদ্বংশ জাত কন্যার সহিত ভৃত্যটির বিবাহ দিয়াছিলেন। পত্নীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ভৃত্যটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঐ ভৃত্যের পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অঙ্কুর তাহাকেও তাহার পিতার মাহিনাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ছেলেটি প্রাপ্তবয়স্ক হইল। অতঃপর সে ক্রীতদাস কি না তাহাই লইয়া বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অঞ্জনাদেবী বলিলেন, "বালকের মাতা যখন ক্রীতদাসী নহে— স্বাধীন ; তখন তাহার পুত্রও ক্রীতদাস নহে।" এই যুক্তির অনুসরণ করিয়া বালকটিকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করা হইল। ইহার পর বালকটি ভেরুব নগরে গমন করিয়া এক দর্জ্জির কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক দর্জ্জির ব্যবসাই আরম্ভ করিয়া দিল। সেই নগরে অসৈহ নামে একজন ধনী ও সদাশয় বণিক বাস করিতেন। বৌদ্ধ শ্রমণ, ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য প্রার্থীদিগকে দান করিতে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। দর্জ্জী যুবকটির নিজের দান করিবার সামর্থ্য ছিল না বটে, কিন্তু ভিক্ষার্থীদের যাহারা অসৈহের দানের খ্যাতি জানিত না তাহাদিগকে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা অসৈহের বাড়ী নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করিত না। মৃত্যুর পর এই পিত্র্যন্তরজাত পুত্রটি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া মরুভূমির মধ্যে নিগ্রোধ

বৃক্ষে বাস করিতে লাগিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত ইচ্ছা করিলে যে কোনও বস্তু দান করিতে পারিত। সেই ভেরুব সহরেই আর একটি লোক বাস করিত সে নিজেই কেবল কৃপণ এবং অবিশ্বাসী ছিল না, সে অসৈহকেও দান-ধ্যান করিতে নিষেধ করিত। সুতরাং মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া 'দেবপুত্ত' যে বৃক্ষে বাস করিত তাহার অনতিদূরে বাস করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেই সদাশয় মহাজন ইন্দ্রের বন্ধুরূপে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। একদা অঙ্কুর এবং আর একজন ব্রাহ্মণ-বণিক প্রত্যেকে পাঁচশত শকট বোঝাই পণ্যদ্রব্য লইয়া মরুভূমির মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সেই মরু প্রদেশের ভিতর পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সমস্ত খাদ্য এবং পানীয় নিঃশেষিত হইয়া গেল। অঙ্কুর জল অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। নিগোধ বৃক্ষের সেই দেবতাটি তখন অঙ্কুরের সৎকার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অঙ্কুর সেখানে উপস্থিত হইলে বৃক্ষটি দিগ্বিদিকে তাহার ছায়া প্রসারিত করিয়া দিল। সেই ছায়াতলে তাঁহারা তাঁহাদের তাম্বু বিস্তীর্ণ করিলেন। অতঃপর যক্ষ তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিস্তার করিয়া প্রথমে সকলকে পানীয় এবং তাহার পর যে যাহা প্রার্থনা করিল, তাহাকে তাহাই প্রদান করিলেন। দলের সকলে এইরূপে পানাহারের দ্বারা প্রীত হইলে ব্রাহ্মণ নিজের মনে মনে চিন্তা করিলেন, "অর্থের জন্য কাম্বোজে গমন করিয়া আর লাভ কি? তাহার অপেক্ষা কোনও প্রকারে আমি এই যক্ষকে বন্দী করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া সহরে ফিরিয়া যাইব।" সে তাহার এই উদ্দেশ্য অঙ্কুরকে জ্ঞাপন করিতেও ইতস্ততঃ করিল না। অঙ্কুর কিন্তু এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যে বৃক্ষ তোমাকে স্নিগ্ধ ছায়াদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তুমি সেই বৃক্ষ কাটিতেই উদ্যত হইয়াছ!" উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিল, "লাভের আশা থাকিলে কেবল কাটা কেন বৃক্ষকে উৎপাটিত করিতেও আমি প্রস্তুত।" ইহার পর অঙ্কুর ব্রাহ্মণের কাজের পরিণাম যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তর্কের দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিলে ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইল। যক্ষ কিন্তু তাহাদের কথোপকথন সমস্তই শুনিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আমি যক্ষ, আমার ক্ষমতা অসীম। দেবতারাও আমার ক্ষতি করিতে সমর্থ নন। আমাকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য তুমি যে ইচ্ছা পোষণ করিতেছ, তাহা পূর্ণ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।" অঙ্কুর তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ ক্ষমতা কি উপায়ে অর্জ্জন করিলেন।" যক্ষ বলিলেন, "ভিক্ষার্থীদিগকে কেবলমাত্র দাতার গৃহ দেখাইয়া দেওয়ার ফলেই আমার হস্ত এই অদ্ভুত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে।" অঙ্কুর দানের মহিমা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, নিজের দেশে দ্বারকায় পৌছিয়া তিনি আরও মুক্তহস্তে দান করিবেন। যক্ষ তাঁহাকে তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য অবহিত চিত্তে পালন করিতে উপদেশ দিয়া, যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান

করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-বণিককে তাহার দুষ্কৃতির জন্য শাস্তি প্রদান করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু অঙ্কুরের জন্য তাহা পারিলেন না। অঙ্কুরের চেষ্টায় ব্রাহ্মণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা লাভ করিল। যক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া অধিকদূর অগ্রসর না হইতেই অঙ্কুর আর একটি প্রেতের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। এ প্রেতটির চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত, মুখ তাহার বাঁকিয়া গিয়াছে, অঙ্গুলীগুলি তাহার তির্য্যগ্ গতি লাভ করিয়াছে। তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "অসৈহের দানের ভার আমার উপরেই ন্যস্ত ছিল। কোনও লোককে কোনও দ্রব্য প্রার্থনা করিতে দেখিলে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি মুখভঙ্গী করিতাম। এখন তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।" এই পেতকে দেখিয়া অঙ্কুর বেশ ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল যে, মানুষের নিজের হাতে দান করা কর্ত্তব্য। কারণ যে মানুষের হাতে ভিক্ষা-দানের ভার অর্পিত হইবে, তাহার দ্বারা সে কাজ যথাযোগ্য ভাবে সম্পন্ন না-ও হইতে পারে। দ্বারকায় পৌছিয়া অঙ্কুর বিরাট্ ভাবে দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কাহারও যাহাতে কোনরূপ অভাব না থাকে তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেওয়ান সিন্ধুকের হিসাব সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি অঙ্কুরকে এইরূপ অবাধ ও অপরিমিত দান হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। ইহার ফলে বহুলোক অঙ্কুরের দানের উপর নির্ভর করিয়া কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলস জীবন-যাপন করিতে লাগিল এবং রাজার রাজস্ব আদায় করা কঠিন হইয়া পড়িল। রাজা অঙ্কুরকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমি যদি এইভাবে চলিতে থাক তবে তোমার ধনভাণ্ডার রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।" রাজার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া অঙ্কুর রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণাপথের দমিল প্রদেশে গমন করিলেন এবং সেইখানে তাঁহার সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দান ধ্যান করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পর এইঅঙ্কুর তাবতিংস স্বর্গে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধের সময় ইন্দক নামে একজন লোক অনুরুদ্ধ নামক একজন থেরকে এক হাতা অন্ন পরিবেষণ করেন এবং সেই একটিমাত্র দানের পুণ্যে তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মলাভ করিয়া অঙ্করের অপেক্ষাও উন্নততর সম্মান, অধিকার এবং পদ-মর্য্যাদা লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ যখন তাবতিংস স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, তখন তথাকার সমস্ত অধিবাসী প্রভুর চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিল। অঙ্কুরের স্থান তখন ইন্দক হইতে ১২ যোজন দূরে নির্দ্দিষ্ট হয়। অঙ্কুর তখনই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভাল ফল লাভ করিতে হইলে সৎপাত্রে দান করাই আবশ্যক। উর্ব্বর ভূমিতে বীজ বপন করিলেই শস্য ভাল জন্মে। (Petavatthu Commentary, pp. 111, foll).

ধাতুবিবন্ন পেত

মল্লবনে যুগ্ম শাল বৃক্ষের ভিতর প্রভু বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের পর, যখন তাঁহার

দেহাবশেষ ভাগ করা হইল, তখন মগধের রাজা অজাতশত্রু তাহার এক অংশ লাভ করিলেন। একান্ত শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সহিত এই দেহাবশেষ মন্দিরের ভিতর স্থাপন করিয়া, তিনি মহা সমারোহে তাহার পূজা অর্চ্চনা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সহস্র সহস্র লোক এই দেহাবশেষের সম্মুখে মস্তক নত করিত; কিন্তু মিথ্যা-ধর্ম্ম-বিশ্বাসী জন কত লোক এ উপাসনায় সুখী হইল না। এই বিরক্তির ফলে তাহারা পরজন্মে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজগৃহে এই সময় একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ সকলেই বুদ্ধ-ভক্ত ছিলেন। একদা তাঁহারা সুগন্ধ পুষ্প এবং অন্যান্য সুবাসিত দ্রব্য লইয়া সেই দেহাবশেষের উপাসনার জন্য বহির্গত হইলেন। কিন্তু সেই ধনী গৃহস্থ বুদ্ধের দেহাবশেষকে তুচ্ছ হাড় মনে করিয়া তাহাদিগকে উপাসনার জন্য গমন করিতে নিষেধ ত করিলই; অধিকন্তু অভদ্র ভাষায় উপাসনার নিন্দা করিতেও কোনরূপ ইতস্ততঃ করিল না। তাঁহারা কিন্তু গৃহ-স্বামীর কোনও কথাতেই কর্ণপাত না করিয়া উপাসনার জন্য গমন করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া আসার অত্যল্প কাল মধ্যেই পীড়িত হইয়া, সকলেই পরলোকের পথে যাত্রা করিলেন। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেবলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই গৃহস্থও রোষে জ্বলিতে জ্বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল। একদিন থের কস্সপ দয়াভিভূত হইয়া মানবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেত এবং দেবতা সন্দর্শন করাইয়া দিলেন। চৈত্যের চত্বরে বসিয়া মহাকস্সপ যে প্রেতটি বুদ্ধের দেহাবশেষের নিন্দা করিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আকাশে দাঁড়াইয়া আছ। তোমার দেহ হইতে একটি দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে। তোমার মুখ কৃমিতে পরিপূর্ণ। এ শাস্তি ভোগের কারণ আমার নিকট বর্ণনা কর।" প্রেত তাহার ইতিহাস বর্ণনা করিয়া অনুতপ্ত হইয়া কহিল, যদি আমি আবার নরজন্ম লাভ করিতে পারি, তবে যে স্তূপে বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে সে স্তূপকে পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনা করিব। মহাকস্সপ সমবেত জন-সঙ্ঘের কাছে এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। (Petavatthu Commy, pp. 212—215.)

উচ্ছুপেত

বুদ্ধ তখন বেলুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। একজন লোক একগুচ্ছ ইক্ষুদণ্ড ঘাড়ে করিয়া, আর একখানা ইক্ষুদণ্ড চিবাইতে চিবাইতে গমন করিতেছিল এবং তাহার পশ্চাৎ আসিতেছিলেন একজন ধার্ম্মিক উপাসক। এই উপাসকের সহিত একটি বালক ছিল। সে একখণ্ড ইক্ষুর জন্য রোদন করিতে আরম্ভ করিল। নিরুপায় হইয়া বালকের পিতা ইক্ষু-স্বামীর নিকট গিয়া একখানা ইক্ষুকাণ্ড প্রার্থনা করিলেন। ইক্ষু-স্বামী প্রার্থনা শুনিয়াই তাহার প্রতি রোষভরে একখণ্ড ইক্ষু নিক্ষেপ করিল। এই অপরাধের জন্য তাহাকে যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে সবুজ, সুন্দর রসপরিপূর্ণ, মুগুরের মত মোটা ইক্ষুদণ্ডে ভরা আট 'করিশ' পরিমিত

জমীর মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইক্ষু দেখিয়া সে যেমন প্রলুব্ধ হইয়া জমীতে যাইত, ইক্ষুদণ্ডগুলি অমনি তাহার উপর নিপতিত হইত। সে আঘাত এতই তীব্র ও ভীষণ হইত যে, তাহার জ্ঞান পর্য্যন্তও থাকিত না। একদা মহামোগগল্লান রাজগৃহে যাইবার সময় তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেত তাঁহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি এবং এ জন্মের শাস্তির কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিল। থের তাহাকে এক বোঝা ইক্ষুদণ্ড পৃষ্ঠে বহিয়া বেলুবনে, যেখানে বুদ্ধ অবস্থান করিতেছিলেন সেইখানে, গমন করিয়া বুদ্ধকে উপহার দিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। সেই উপদেশ অনুসারে সে প্রকাণ্ড এক বোঝা ইক্ষুদণ্ড বেলুবনে লইয়া গিয়াছিল। সেখানে ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং বুদ্ধদেব তাহার আনীত ইক্ষুরস পান করায় সে তাহার অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাবতিংস স্বর্গে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commy, pp. 257—260.)

অম্বসক্কর পেত

বুদ্ধ যখন জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন, অম্বসক্কর নামক একজন লিচ্ছবি রাজা তখন বৈশালীতে রাজত্ব করিতেন। বৈশালীতে জনৈক বণিকের দোকানের সম্মুখে জলে এবং কর্দ্দমে পরিপূর্ণ একটি নালা ছিল। এই নালাটা লাফাইয়া অতিক্রম করিতে হইত বলিয়া, লোকদিগকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। এমন কি উহা লাফাইতে গিয়া কর্দ্দমে পড়িয়া অনেককে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইত। জনসাধারণকে এই অসুবিধার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বণিক নালাটি পশুর হাড়ে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এই মহাজনটি স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, অক্রোধী এবং অন্যান্য নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। একবার পরিহাসচ্ছলে স্নান করিতে গিয়া, তিনি তাঁহার কোনও সঙ্গীর পরিচ্ছদ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনরূপ দুরভিসন্ধি না থাকায় তৎক্ষণাৎ আবার তাহা প্রত্যর্পণও করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, একবার কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অন্যের গৃহ হইতে কতকগুলি জিনিষ চুরি করিয়া আনিয়া তাঁহার দোকানে লুকাইয়া রাখায়, তাঁহারা উভয়েই চৌর্য্য অপরাধে ধৃত হন। বিচারে বণিকের প্রাণদণ্ডের এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শূলে চড়াইবার আদেশ প্রদত্ত হয়। মৃত্যুর পর বণিক পৃথিবীতে দেবজন্মলাভ করিলেন। হাড় দিয়া নালাটি বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য একটি সুন্দর অশ্ব তাঁহার অধিকারে আসিল। অন্যান্য গুণের জন্য তাঁহার দেহ হইতেও সুগন্ধ নির্গত হইত। পরিচ্ছদটি কিন্তু গোপন করার জন্য তাঁহার দেহে আচ্ছাদন জুটিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিতে যাইতেন এবং শুদ্ধ ভাষায় আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতেন—"দীর্ঘজীবী হও, জীবন সুন্দর।" এই সময় বৈশালীর রাজা অম্বসক্কর একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া, নগরের একটী গৃহে একটি রূপবতী রমণীকে দেখিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া

উঠিয়াছিলেন। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, রমণীটি অন্য পুরুষের পত্নী, তখন তাহার স্বামীকে রাজ-সরকারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার ভালবাসা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার স্বামীর প্রতি বৈশালী হইতে ৩ যোজন দূরস্থিত এক পুষ্করিণী হইতে লাল রংএর মাটি এবং রক্ত বর্ণের পদ্ম আনয়ন করিবার ভার প্রদত্ত হইল। চুক্তি থাকিল,— সে যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে না পারে, তবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। স্বামী কালবিলম্ব না করিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে যাত্রা করিল এবং সেই পুষ্করিণীর দেবতার সাহায্যে ঈপ্সিত দ্রব্যগুলি আহরণ করিয়া সূর্য্যাস্তের এবং সিংহদ্বার বন্ধ হইবার পূর্ব্বেই বৈশালীতে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু দ্বাররক্ষক রাজার গুপ্ত আদেশ অনুসারে তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না; পরে যখন রাজা তাহার প্রাণ গ্রহণের জন্য উদ্যত হইলেন, তখন সে বলিল, "আমি যথা সময়েই ফিরিয়া আসিয়াছি। নগরের বাহিরে একজন বণিক দেবতারূপে অবস্থান করিতেছেন; তিনিই আমার এ উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবেন।" ইহার পর যেখানে দেবতাটি অবস্থান করিতেছিলেন, রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া রাজা তাঁহার নগ্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বণিক নিজের ইতিহাস ব্যক্ত করিলেন। ইহার পর রাজা এবং বণিকের ভিতর বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা চলিল। দেবতাটি তাঁহাকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন; কারণ প্রত্যেক কার্য্যেরই অপরিহার্য্য পরিণাম আছে। রাজা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মুক্তি দিলেন এবং দেবতার নগ্নত্ব ঘুচাইবার জন্য থের কপ্পিতককে পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন। ইহার পর রাজা চিন্তায় এবং কাজে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া তিনটি অমূল্য রত্ন—বুদ্ধ ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ লইয়াছিলেন। (Petavathu Commy, p. 215 foll).

কুমার পেত

কোশল রাজের দুই পুত্র যৌবনকালে নিরতিশয় রূপবান্ ছিল। রূপ-যৌবনের অহঙ্কারে তাহারা অত্যন্ত ব্যভিচার-পরায়ণ হইয়া উঠে। ফলে তাহারা প্রেত জন্ম লাভ করিয়া কোশলের গড়খাইএর ভিতর বাস করিতে লাগিল। রাত্রিতে তাহারা এরূপ ভীষণ চীৎকার এবং কোলাহল করিত যে, লোকেরা তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িত। অবশেষে এই চীৎকারের কুফল নষ্ট করিবার জন্য যে সঙ্ঘে বুদ্ধদেব বাস করিতেছিলেন, সে সঙ্ঘে তাহারা নানা রকমের উপহার প্রদান করিয়া তাহাদের ভয়ের কারণ জানাইল। ভগবান্ বুদ্ধ তাহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, চীৎকার তাহাদের কোনও অপকার করিতে সমর্থ হইবে না। বুদ্ধ অতঃপর তাহাদিগকে দানের পুণ্য প্রেতগণের নামে উৎসর্গ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (Petavatthu Commy, pp. 261-263).

নন্দিকা পেত

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের দুইশত বৎসর পরে সুরট্ঠ রাজ্যে পিঙ্গল নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সেনাপতি নন্দক ভ্রান্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসবান ছিল। সৎকার্য্যের পরিণাম যে সুখ এবং পাপের পরিণাম যে দুঃখ এ সত্যে তাহার কোনরূপ আস্থা ছিল না। এই নন্দকের এক কন্যা ছিল, তাহার নাম উত্তরা। সমপদস্থ পরিবারেই তাহাকে পরিণীত করা হইয়াছিল। মৃত্যুর পর এই নন্দক প্রেত যোনি প্রাপ্ত হইয়া বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পাদমূলে বিন্ধ্যাটবীর কোনও এক নিগ্রোধ বৃক্ষে বাস করিতেছিল। তাহার কন্যা উত্তরা কোনও ঋষিকল্প থেরকে পিতার সদ্গতির জন্য সুগন্ধযুক্ত শীতল পানীয় সুস্বাদু পিষ্টক এবং মিষ্টান্ন উপহার দিয়া তাহার পিতা যাহাতে দানের পুণ্য উপভোগ করিতে পারেন তাহারই প্রার্থনা করিল। এই সৎকার্য্যের ফলে নন্দকের সুস্বাদু পানীয় এবং পিষ্টক প্রভৃতির আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না। অন্য একজনের দয়ার কাজের দ্বারা আপনাকে এত উত্তম জিনিযের অধিকারী হইতে দেখিয়া, তাহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা পিঙ্গলের চিত্ত যে এখনও সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই, সে কথাটা তাহার মনে পড়িল। রাজাও তখন ধর্ম্মাশোকের সহিত মন্ত্রণা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ফিরিয়া আসিবারও বিশেষ বিলম্ব ছিল না। নন্দক মনে করিল—ফিরিবার পথে রাজার সহিত দেখা হইলেই সে বাক্যালাপ করিয়া তাঁহার সন্দেহ সকল দূর করিতে চেষ্টা করিবে। কিছু পরেই রাজাকে আসিতে দেখা গেল। প্রেত নন্দক তাঁহাকে ভুল পথে পরিচালিত করিয়া নিজের আবাস স্থলে লইয়া গেল। সেখানে সে রাজাকে এবং রাজার অমাত্য ও অনুচরগণকে উত্তম পিষ্টক এবং উৎকৃষ্ট পানীয়ের দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে দেবতা না গন্ধর্ব্ব।' উত্তরে অতীত ইতিহাসের সমস্ত কথা বর্ণনা করিয়া সে রাজাকে কহিল, "দেবতা এবং মনুষ্যের মধ্যে ভগবান্ বুদ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তুমি স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ কর। প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য, কারণ বারি পান প্রভৃতি পাপ-পূর্ণ অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ কর এবং তোমার পত্নীর প্রতি অনুরক্ত হও।" রাজা তাহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই গল্পটি তৃতীয় বৌদ্ধ সংসদে পেতবত্থুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। (Petavatthu Commy, pp. 244-257.)

কূটবিনিচ্ছয়ক পেত

বুদ্ধ যখন বেলুবনে ছিলেন, তখন রাজা বিম্বিসার মাসের মধ্যে ছয়দিন দান ধ্যানাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে, উপবাসে এবং রতিবিহীন অবস্থায় উপোসথ প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া আরও অনেকে সেই কয়টি দিন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া এবং সংযত হইয়া অতিবাহিত করিত। রাজার সমীপে যে কেহ উপস্থিত হইত, তিনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, যে উপোসথ পালন করিয়াছে কি না। তাঁহার বিচার বিভাগের একজন কর্ম্মচারী কুৎসা রটনা

করিতে এবং পরকে প্রবঞ্চনা করিতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত ছিল, উৎকোচ গ্রহণেও তাহার কোনরূপ কুণ্ঠা ছিল না। নৃপতি একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে উপোসথ পালন করিয়াছে কি না।" কিছু না করিয়াই সে উত্তর দিল—"হাঁ করিয়াছে।" রাজার নিকট হইতে সরিয়া আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—অনর্থক রাজার নিকটে সে মিথ্যা কথা বলিয়া আসিল কেন। সে উত্তর দিল—ভয়ে। ইহার পর রাত্রিতে উপোসথ পালন করিলে অন্ততঃ অর্দ্ধেক পুণ্যও সঞ্চিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া তাহাকে রাত্রিতে উপোসথ পালন করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। সে তাহা পালন করিল। ইহার কিছু দিন পরেই সে প্রাণত্যাগ করে। সেই এক রাত্রি উপোসথ পালন করার ফলে সে দ্যুতিময় দেবতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দশ সহস্র রমণী তাহার সেবা করিত। ইহা ছাড়া আরও অনেক রকমের অপার্থিব বস্তু সে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বজন্মে কুৎসিত বাক্য উচ্চারণ করার অপরাধের শাস্তি স্বরূপ, তাহাকে নিজের দেহের মাংস নিজের হাতে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে হইত। একদিন মহর্ষি নারদ গিজ্‌ঝকূট হইতে নামিয়া আসিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাঁহার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপে তাহার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিল। (Petavatthu Commy, pp. 209-211).

দুতিয়লুদ্দ পেত

বুদ্ধ যখন বেলুবনে ছিলেন, তখন একজন শিকারী দিবারাত্র শিকার করিয়া ফিরিত। এই শিকারীর প্রচুর অর্থ ছিল। তাহার এক উপাসক বন্ধু তাহাকে প্রাণিহত্যা—বিশেষতঃ রাত্রিতে প্রাণিহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সে তাহার সেই নিষেধবাক্যে কর্ণপাত করিল না। অতঃপর সেই উপাসক বন্ধু একজন থেরকে বন্ধু গৃহে গিয়া তাহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় ত সেই থেরের উপদেশ তাহার বন্ধুকে প্রাণীহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে। থের একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সেই শিকারীর দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। এই জ্ঞানী পুরুষের উপদেশে শিকারী অবশেষে রাত্রিতে শিকার করার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছিল। মৃত্যুর পর শিকার জন্য ইহার অবস্থা ঠিক মিগলুদ্দ পেতের অদৃষ্টের অনুরূপ হইয়াছিল। মিগলুদ্দ পেতের ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল। (Petavatthu Commy, pp, 207—209.)

মিগলুদ্দ পেত

মিগলুদ্দ নামে একজন বিমান পেত ছিল। দিনের বেলায় সে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিত, কিন্তু রাত্রিতে ছিল তাহার আনন্দ উপভোগের পালা। মহর্ষি নারদ ইহা দেখিতে

পাইয়া একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিগত জন্মে তুমি এমন কোন্ কর্ম্ম করিয়াছ, যাহার ফলে তোমার সম্বন্ধে এইরূপ দুঃখ ও আনন্দের অসমঞ্জস ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে।" পেত উত্তর করিল, "পূর্ব্বজন্মে আমি গিরিব্বজে একজন শিকারী ছিলাম। হরিণ শিকার করিয়া বেড়ান আমার ব্যবসা ছিল। আমার এক ধার্ম্মিক উপাসক বন্ধু আমাকে প্রাণীহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হয় নাই। আমি কেবল রাত্রিতেই শিকার করিবার অভ্যাস পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার পূর্ব্বজন্মের সেই কর্ম্ম এখন যথাযোগ্য ফল প্রসব করিতেছে। আমার দিনের নিষ্ঠুরতার জন্য দিবসে কুকুরে আমার মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে এবং রাত্রিতে যে শিকার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার ফলে সূর্য্যাস্তের পরেই আনন্দ উপভোগরূপ সৌভাগ্য লাভ করি।" (Petavatthu Commy, pp. 204—207.)

মেরিনি পেত

কৌরবদের রাজধানী হত্থিনিপুরে সেরিণী নাম্নী একজন রমণী বাস করিত। হত্থিনিপুরে উপোসথ পালনের জন্য নানা দিগ্দেশ হইতে ভিক্ষুর দল আসিয়া সমবেত হইত। সেখানকার জনসাধারণও এই সব ভিক্ষুকে নানা রকমের খাদ্য দ্রব্যাদি এবং উপহার দ্বারা অভিনন্দিত করিত। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকায় এবং কৃপণ স্বভাবের জন্য এই রমণীটী জনসাধারণের এই সব পুণ্যকার্য্যকে কখনও অনুমোদন করিত না। সে বলিত, মুণ্ডিত মস্তক শ্রমণদিগকে দান করিয়া কিছুমাত্র লাভ নাই। মৃত্যুর পর এই রমণী প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যের উপকণ্ঠে একটি সহরের পরিখার নিকটে বাস করিতে লাগিল। সেই সময় হত্থিনিপুরের একজন উপাসক সেই নগরে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। একদিন অতি প্রত্যুষে, অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি প্রেতিনীর বাসস্থান সেই পরিখার সম্মুখে উপনীত হইলেন। প্রেতনী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উলঙ্গ, কঙ্কালসার, ভীষণদর্শন তাহার সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া উপাসক তাহার দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, সে তাঁহার নিকট পূর্ব্ব জন্মের ইতিহাস বর্ণনা করিল। তাহার পর সে উপাসককে বলিল, "আপনি আমার মাতার নিকট আমার প্রেতলোকের দুঃখদুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন আমার পালঙ্কের তলে প্রচুর অর্থ আছে, তিনি যেন সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন ধারণের জন্য ব্যবহার করেন। তাহা ছাড়া এই শোচনীয় অবস্থা হইতে আমাকে মুক্ত করার জন্য আমার নামে, তাহা হইতে যেন দান ধ্যানেও অর্থ ব্যয় করেন। উপাসক হত্থিনিপুরে ফিরিয়া তাহার মাতার নিকট কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং মাতাও কন্যার প্রার্থনানুসারেই কাজ করিয়াছিলেন। ফলে প্রেতিনীটি প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দিত মনে এবং সুন্দর দেহ পরিগ্রহ করিয়া মাতার নিকট গমন

করিয়াছিল এবং তাঁহার কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনার বর্ণনা করিয়াছিল। (Petavatthu Commy, 201-204.)

কুমার পেত

সাবত্থীতে কোনও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান উপলক্ষে বহু উপাসক সম্মিলিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড সুন্দর এবং সুসজ্জিত মণ্ডপ উত্তোলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে বুদ্ধ এবং ভিক্ষুদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে মণ্ডপের ভিতর বসাইয়া পূজা অর্চ্চনা করিয়া বহুদ্রব্য উপহার দান করিলেন। একজন ঈর্ষ্যাপরায়ণ কৃপণ ব্যক্তি এই সব পূজা অর্চ্চনা প্রত্যক্ষ করিয়া কহিল,—মুণ্ডিত মস্তক এই সন্ন্যাসীদিগকে এত দ্রব্যসম্ভার প্রদান করা কখনও সঙ্গত হয় নাই, বরং এই সব বস্তু আবর্জ্জনায় নিক্ষেপ করা ভাল ছিল। উপাসকেরা একথা শুনিয়া বলিলেন,—এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া এই হিংসুক ব্যক্তিটি ভীষণ পাপ করিয়াছে। অতঃপর তাঁহারা তাহার মাতার নিকট গমন করিলেন এবং পুত্রের এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া মাতা পুত্রকে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করিলেন না এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষুদিগকে এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া মাতাপুত্রে যাগু অর্থাৎ অন্নের পিণ্ড দিয়া অর্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া উপহার দিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে পুত্রটি তাহার অসৎ কার্য্যের জন্য বেশ্যার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেশ্যা পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে একটি সমাধি ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আসে। কিন্তু পূর্ব্বের সুকৃতি বলে শিশুটি কোনওরূপ আঘাত না পাইয়া সেখানে শান্ত ভাবে ঘুমাইতে লাগিল। বুদ্ধ তাঁহার দিব্যদৃষ্টি বলে শিশুটিকে দেখিতে পাইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। বুদ্ধকে সেখানে গমন করিতে দেখিয়া, আরও বহুলোক সেখানে সমবেত হইল। বুদ্ধ তখন শিশুটির গত জীবনের ভাল এবং মন্দ কার্য্য সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া জন-সাধারণকে দেখাইয়া দিলেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করিলেন যে, শিশুটি যদিও এখন সমাধি ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে, তথাপি বর্ত্তমান জীবনে সে উন্নতির শিখর দেশে আরোহণ করিবে। অতঃপর একজন ধনী গৃহস্থ আসিয়া প্রভুর সম্মুখেই শিশুটিকে গ্রহণ করিল। সেই গৃহস্থের মৃত্যুর পরে এই শিশুটিই তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। দান প্রভৃতি নানা রকমের পুণ্য কার্য্যে সে এই অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল। একটি ধর্ম্মসংসদে ভিক্ষুমণ্ডলী সমবেত হইয়া এই ঘটনাটি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ বলিলেন, "ইহার বর্ত্তমান সৌভাগ্যই ইহার সব নহে। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে।" (Petavatthu Commy, 194-201.)

ভুষ পেত

সাবত্থীর নিকট কোনও একটি গ্রামে একজন ব্যবসায়ী মিথ্যা ওজনের দ্বারা লোক ঠকাইয়া ব্যবসা করিত। লাল চাউলের সঙ্গে ওজন বাড়াইবার জন্য রাঙ্গা মাটি মিশাইয়া বিক্রয় করাই ছিল তাহার রীতি। তাহার পুত্রও তাহার অপেক্ষা কম পাপী ছিল না। গৃহাগত বন্ধুদের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখান হয় নাই বলিয়া, সে তাহার মাতাকে চাবুক-দ্বারা প্রহার করিয়াছিল। বণিকের পুত্র-বধূ আবার পরিবারের অন্যান্য লোকের জন্য রক্ষিত মাংস নিজেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত এবং মাংসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিঃসঙ্কোচে আহারের কথা অস্বীকার করিয়া কহিত, "আমি যদি ও মাংস ভোজন করিয়া থাকি, তবে জন্মে জন্মে আমি যেন আমার নিজের পৃষ্ঠের মাংস ভোজন করি।" আবার বণিকের পত্নীর কাছে কেহ কখনও কোনও জিনিষ যাচ্‌ঞা করিলে, এ গৃহ তাহার নহে এই আজুহাতে সে কাহাকেও কোনও জিনিষ প্রদান করিত না এবং সে যে মিথ্যা কথা কহিতেছে না তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই বলিয়া শপথ করিত যে, "আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তবে জন্ম জন্ম যেন আমাকে বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ প্রভৃতি ভোজন করিতে হয়।" মৃত্যুর পর বণিক তাহার পত্নী, তাহার পুত্র এবং পুত্রবধূ সকলেই বিন্ধ্যারণ্যে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রেত অবস্থায় বণিককে মাথায় তুষের আগুন বহন করার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, পুত্রকে লোহার মুগুর দিয়া নিজের মাথায় নিজেকে আঘাত করিতে হইত, পুত্রবধূকে তাহার মিথ্যাচারের জন্য নিজের হাতের তীক্ষ্ন নখর দ্বারা নিজের পৃষ্ঠের মাংস টানিয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে হইত। পত্নী সুগন্ধ চমৎকার শালি ধান্যের চাউলের অন্ন রন্ধন করিয়া আহার করিত বটে, কিন্তু তাহার স্পর্শ মাত্রেই এই সব অন্ন কৃমি কীট পরিপূর্ণ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা পুঁজ প্রভৃতি নোংরা পদার্থে পরিণত হইত এবং তাহাকে দুই হাত দিয়া সেই অন্নই আহার করিতে হইত। একদা মহাত্মা মহামোগ্‌গল্লান তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বণিকপত্নী তাঁহার কাছে আপনাদের সকলের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মের পরিণাম যে অপরিহার্য্য সে কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিল। (Petavatthu Comny, pp. 191-194.)

উপসংহার

পেথবত্থু বৌদ্ধ-সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বৌদ্ধ-সাহিত্যে ও ধর্ম্মে প্রেতের ধারণা কিরূপ ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে, এই গ্রন্থখানিতে তাহাই বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিখ্যাত টীকাকার ধর্ম্মপালের 'অত্থকথা' এই গ্রন্থখানির টীকা—ভাষ্যমাত্র। মূল গ্রন্থে যে সব গল্পের আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে, সে সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ ধর্ম্মপালের এই 'অত্থকথা'তে পাওয়া যায়। সে যুগে সাধারণতঃ গল্পের ভিতর দিয়াই সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতির গোড়াকার কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইত। সুতরাং এই বইখানি গল্পের সমষ্টি হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম, সমাজ এবং সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত রহস্যের বহু উপাদান এই গ্রন্থখানির ভিতর নিহিত আছে।

পেতবত্থু ভাষ্যের এই গল্পগুলি পাঠ করিলে মনে নানারকমের সমস্যার উদয় হয়। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, এই গল্পগুলিতে কোথাও প্রেত-পূজা বা পিতৃ-পুরুষের পূজার উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ, পালি ধর্ম্ম-সংহিতায় দক্ষিণাঞ্চলের বৌদ্ধদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কোথাও কোনও ব্যক্তিবিশেষের পূজারই উল্লেখ পাওয়া যায় না। পিতৃ-পুরুষ, প্রেত বা দেবতা, কাহাকেও বৌদ্ধেরা ব্যক্তি হিসাবে কখন পূজা করে নাই—বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যও এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহাতে এমন কি ব্যক্তিগত ভাবে বুদ্ধের উপাসনার পরিকল্পনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র বোধিদ্রুম অথবা ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের সঙ্কেত অর্থাৎ সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ব্যাপারটাই দাক্ষিণাত্যের এই উপাসকদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

গল্পগুলিতে কিন্তু কোথাও পিতৃ-পুরুষের পূজার উল্লেখ না থাকিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকণ্ঠার আভাস বেশ স্পষ্টরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুত্র কন্যা, পিতা-মাতার কল্যাণ কামনায় দান ধ্যান করিতেছেন, এবং তাহারই ফলে পিতা-মাতা দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন—অনেক গল্পেই এই ধরণের ব্যাপারের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও—পুত্র-কন্যাদের এই সব কাজ কোথাও তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম রূপে বর্ণিত হয় নাই। আবার প্রেতের এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের অধিকার যে কেবলমাত্র পুত্র কন্যারই আছে, তাহা নয়। যে কোনও লোকও এরূপ করিতে পারে।

পরলোকে দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্ম-বিশ্বাসীরা এবং উপাসক-উপাসিকারা যাহাতে ইহলোকে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই উদ্দেশ্যে গল্পগুলি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব উপদেশ সেই কর্ম্মের স্বাভাবিক এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কর্ম্ম

ভালই হউক, আর মন্দই হউক—তাহার পরিণাম অপরিহার্য্য এবং এই কথাটাই সর্ব্বত্র বৌদ্ধ-বিশ্বাসীদের মনের ভিতর মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রজ্ঞা, এবং সমাধির দ্বারা যাহারা নির্ব্বাণ লাভের জন্য উন্মুখ, এমন কোনও পাঠকের জন্য পরমথদীপনীর গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন নাই। সত্যান্বেষী জ্ঞানার্থীর জন্যও তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহাদের জন্য তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিত, তাহারা সেই সব সাধারণ লোক, যাহারা পৃথিবীতে কেবলমাত্র পার্থিব কল্যাণই কামনা করে,—পান ভোজন, বংশ-বৃদ্ধি লইয়াই যাহারা মাতিয়া আছে এবং মৃত্যুর পরেও যাহারা এই সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোনও অবস্থার কল্পনাও করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের কাণে বার বার করিয়া একটিমাত্র মন্ত্রই উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং সে মন্ত্রটি এই যে, জীবিতাবস্থায় অকুণ্ঠিত চিত্তে দান দ্বারাই কেবলমাত্র পরলোকে আনন্দের অধিকারী হইতে পারা যায়—মনুষ্য দেহে যাহারা প্রচুর খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করে, মৃত্যুর পর তাহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং পানীয় লাভ করিবে।

এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, পরমথদীপনীর প্রেত এবং প্রেতিনীদের সঙ্গে রক্ত মাংসের দেহধারী মানুষের কিছুমাত্র তফাৎ নাই। তাহারাও ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হয়। ভালবাসার আসক্তি—পুরুষের প্রতি নারী এবং নারীর প্রতি পুরুষের অনুরাগ—এ জিনিসটাও তাহাদের ভিতর বিদ্যমান। এ সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, প্রেত বা প্রেতিনীরা মনুষ্য-দেহে জীবিত প্রণয়ীর সঙ্গও উপভোগ করে। জীবিতাবস্থায় যে রমণীকে তাহারা ভালবাসিত, প্রেতজন্ম লাভ করিয়া তাহাকে লইয়া উধাও হইয়া গিয়াছে; এবং দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত একত্রে বসবাস করিয়াছে—এই ধরণের ঘটনা কতকগুলি গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। একটি গল্পে আবার এরূপ ঘটনারও উল্লেখ আছে যে, পাঁচ শত প্রেতিনী বারাণসীর একজন রাজাকে প্রলুব্ধ করিয়া, তাহাদের উদ্যানে লইয়া গিয়া, তাহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, প্রেত ও মানুষের এই যে যৌন-সম্মিলন—এ ব্যাপারটাও গল্পগুলির রচয়িতাদের কাছে বিচিত্র বলিয়া মনে হয় নাই।

খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র প্রভৃতি কোনও দ্রব্যই যে প্রেতেরা সোজাসুজি ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না—এ কথাটা বহুবার বহু রকমে বলা হইয়াছে। ছলে-বলে ত তাহারা কোনও জিনিস গ্রহণ করিতে পারেই না,—কেহ স্বেচ্ছায় কোনও জিনিস দান করিলেও, তাহা স্পর্শ করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। যখন কোন ব্যক্তিকে কোন বস্ত্র দান করিয়া তাহার পুণ্য তাহাদের নামে উৎসর্গ করা হয়—কেবলমাত্র তখনই তাহাদের সেই সব দ্রব্য উপভোগ করিবার অধিকার জন্মে। পরলোকগত আত্মার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার এই যে ব্যবস্থা এ কেবলমাত্র বৌদ্ধদেরই পরিকল্পনা নয়—হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মূলেও এই ধারণা বিদ্যমান। বস্তুতঃ, বৈদিক যুগ হইতে যে সব ধারণা ভারতীয় মনে গভীর ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে,

এ ধারণাও তাহাদেরই একটি। হিন্দুদিগের বিশ্বাস ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণের কোনও প্রতি-নিধিকে দান করিতে হইবে, এবং পরলোকগত আত্মার নামে যতগুলি লোককে আহার্য্য এবং বস্ত্রদান করা হইবে, তাহারই উপরে দানের পুণ্য নির্ভর করিবে। দানের ফলই কেবলমাত্র প্রেতদের নামে উৎসর্গ করা হয়। হিন্দু শ্রাদ্ধে কোনও কোনও খাদ্য-বস্তু এবং বস্ত্র সোজাসুজি ভাবে প্রেতের নামে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঈপ্সিত ফললাভ করিতে হইলে উপযুক্ত লোকের ভিতর এই সব দ্রব্য বিতরণ করা যে প্রয়োজন—এ কথারও উল্লেখ আছে।

পরমত্থদীপনীর গ্রন্থকারের ভিতর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানের দ্বারাই পুণ্য সঞ্চিত হয়, প্রেত এবং প্রেতিনীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ইহাদিগকে দান করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা—এ কথা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। দুই-এক স্থানে অবশ্য শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগকেও দান করার উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা কেবল সাধারণ দানের প্রসঙ্গে, দাতারা যাহা নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে করিয়া থাকেন;—প্রেত বা প্রেতিনীদের দুঃখ মোচনের প্রসঙ্গে নহে! এই কার্য্যের জন্য বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, অন্ততঃ পক্ষে একজন উপাসক, অথবা সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে দান করিতে হইবে। এমন কি, প্রাত্যহিক দানের সম্পর্কেও তাঁহার পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ দুর্লভ নহে। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন দানের সম্পর্কে তিনি বৌদ্ধেতর ধর্ম্মবিশ্বাসীদের দাবী একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই বটে, কিন্তু অফুরন্ত ধন ভাণ্ডার পৃথিবীর সাধারণ লোককে দান করিয়া নিঃশেষ করা অপেক্ষা, একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সামান্য কিছু দান করার পুণ্য যে খুব বেশী বড়,—অঙ্কুর পেত প্রভৃতি উপাখ্যানের ভিতর দিয়া ইহা স্পষ্টরূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রেতদের দেহের অবয়বও ঠিক নর-দেহেরই অনুরূপ। ক্বচিৎ কখনও অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও দেখা গিয়াছে। কখনও তাহাদের দেহকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ, কখনও বা পৃথিবীর কর্ম্ম অনুসারে তাহাদের কোনও অঙ্গকে বিকৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সাধারণ চেহারার সঙ্গে মানুষের চেহারার কিছুমাত্র অমিল নাই। জড়দেহে মানুষ যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, প্রেতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শও যখন তাহারই অনুরূপ, তখন দেহের সাদৃশ্য অনুরূপ হওয়ার যে আবশ্যকতা আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পরলোকে প্রেতদের স্বভাবের গতি সাধারণতঃ ভালর দিকেই পরিবর্ত্তিত হয়। তাহাদের পূর্ব্ব-জন্মের দুষ্কৃতির কঠোর অভিজ্ঞতা তাহাদের ভিতরকার দোষ-ত্রুটিগুলি মুছিয়া দিয়া, তাহাদের স্বভাবকে সবল এবং মনকে কোমল করিয়া তোলে। জীবনে দানের দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, পরলোকে তাহাই যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পাথেয়, এ অভিজ্ঞতাও তাহারা অর্জ্জন করে। সুতরাং পরের অপকার করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, নিজেদের দুঃখদৈন্যের ভারে তাহারা এমনি ভারাক্রান্ত যে, পরের অনিষ্ট করিবার

সুযোগ বা সময়ও তাহাদের নাই। অপকারী প্রেত এই আখ্যা আর তাহাদিগকে কিছুতেই দেওয়া যায় না—তাহাদিগকে দুঃখ-ভার-সহনশীল প্রেত বলিলেই বরং তাহাদের ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়।

পরলোকগত আত্মাদের ভিতর নানারকমের শ্রেণী বিভাগ আছে। এই সব বিভাগের ভিতর প্রেত এবং দেবতা এই দুইটি বিভাগের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; এবং ইহাদের ভিতর পার্থক্যও যথেষ্ট। যে সব আত্মা দেবজন্ম লাভ করে; তাহাদের জীবিত-কালের কার্য্যকলাপের ভিতর সাধারণতঃ সৎকার্য্যের সংখ্যাই বেশী। পাপের চিহ্ন তাহাদের ভিতর, বিশেষ, নিম্নশ্রেণীর দেবতাদের ভিতর একেবারে দুর্লভ নয়। এই দেবতাদের ভিতর শ্রেষ্ঠি অসেহ অথবা যুবরাজ অঙ্কুরের মত যাহারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর, পৃথিবীতে অপরিমিত দান করার ফলে তাঁহারাই তাবতিংস স্বর্গে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এই তাবতিংস স্বর্গেও স্তর বা শ্রেণী বিভাগের অন্ত নাই। দেবতাদের নিম্নস্তরের ভিতর রুক্ষদেব (বৃক্ষদেব) ভূমিদেব প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিভাগ আছে। যে সব দেবতার পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ মৃত্যুর পরেও শেষ হয় না, সম্ভবতঃ তাহাদিগকেই এই সব নামে সম্বোধন করা হয়। পেতবত্থুতে বিমানদেবের নামেরও উল্লেখ আছে। ইহারা বিমান অর্থাৎ আকাশের প্রাসাদে বাস করে। বিমানদেবেরও বিমানপেতের ভিতর পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। যদিও বা থাকে, তবে সে পার্থক্য এতই অল্প যে, তাহা স্বচ্ছন্দেই অবহেলা করা চলে। প্রেতদের ভিতর বিমান প্রেতই অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলেও তাহার সহিত দুষ্কৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই মিশ্রিত আছে; এবং তাহারই ফলে তাহাদিগকে দুঃখ যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয়। ইহাদের নিম্ন স্তরে সাধারণ প্রেত এবং প্রেতিনী অবস্থিত। অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিয়া তাহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হয়। তাহাদের ভীষণ শাস্তির পৈশাচিক বিবরণ পাঠ করিতে করিতে মন আপনা হইতেই বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। কিন্তু তাহাদের দুঃখের ও দণ্ডের ইতিহাস ভয়াবহ হইলেও সহজেই তাহারা মুক্তিলাভ করে। তাহাদের নামে কেহ সামান্য একটু দান ধ্যান করিলেই, তাহাদের মুক্তির পরোয়ানা আসিয়া হাজির হয়। তাহাদের শাস্তি এবং তাহাদের মুক্তি এই দুইটী জিনিসের ভিতর কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই।

যে স্থানে অধঃপতিত প্রেতেরা শাস্তি ভোগ করে, সে স্থানের সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। যে সব ক্ষেত্রে অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর, সেখানে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পাপীরা সহস্র সহস্র বৎসর নরক ভোগের পর পাপের শাস্তির শেষাংশ ভোগ করিবার জন্য প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। নরকের বিশদ বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না; এবং নরক-যন্ত্রণার কতকগুলি অস্পষ্ট উল্লেখ মাত্রই আমাদের চোখে পড়ে। নরক হইতে পরলোকগত আত্মা পাপক্ষালনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া প্রেতজন্ম লাভ করে; এবং যে পর্য্যন্ত না কোনও

মানুষ দান করিয়া তাহার পুণ্য তাহাদের নামে উৎসর্গ করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা এই প্রেত-জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তবে অনেক আত্মা নরকে গমন না করিয়া একেবারেই প্রেত-জন্ম লাভ করে।

পেতবত্থুতে এবং তাহার ভাষ্যে প্রেত এবং প্রেতলোকের ধারণা এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ সব উপাখ্যানের অধিকাংশই অবিশ্বাস্য, এমন কি, অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এগুলি বুদ্ধের বাণীতে বিশ্বাসবান বহু ভক্তকে দেহে, কাজে এবং কথায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই; এবং তাহাদিগকে জীবন্ত প্রাণীর প্রতি দয়ায় এবং অহিংসায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

পরিশিষ্ট

কম্মট্ঠান—বৌদ্ধদিগের কতকগুলি ধর্ম্ম-বিষয়ের ক্রিয়ার সমষ্টি। এ গুলির দ্বারা সমাধি, ধ্যান এবং চারিটী আর্য্যমার্গ লাভ করিতে পারা যায়। বিশুদ্ধি-মার্গে চল্লিশটী কম্মট্ঠানের উল্লেখ আছে।

কহাপন (কার্ষাপন)—স্বুবর্ণ, রজত ও তাম্র নির্ম্মিত এক প্রকার মুদ্রা বিশেষ।

সামনের—বৌদ্ধধর্ম্মে প্রথম দীক্ষিত ভিক্ষু।

সোতাপত্তি—নির্ব্বাণ লাভের প্রথম স্তর।

শুদ্ধিপত্র

		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
পৃঃ	১	ক্ষুপ্পিপাসা	...	ক্ষুপ্পিপাস
”	৬	আঝে	...	আছে
”	৭	বলিয়	...	বলিয়া
”	১৩	ক্রমন	...	ভ্রমণ
”	১৭	কালীয়	...	কোলিয়
”	২৩	পেত	...	পেতী
”	২৭	লপাসক	...	উপাসক
”	২৯	করিরা	...	করিয়া
”	২৯	পসেনদী	...	পসেনদি
”	৩০	আয়াজন	...	আয়োজন
”	৩১	আকৃথরুকৃথ	...	অকৃথরুকৃথ
”	৩৩	পাটালিপুত্র	...	পাটলিপুত্র
”	৩৩	দললব্ধ	...	দলবদ্ধ
”	৩৫	কয়িয়া	...	করিয়া
”	৩৬	লাভ	...	লাভ
”	৪৫	অতান্ত	...	অত্যন্ত
”	৪৮	নেরিনি	...	সেরিনি

নাম-সূচী